তাবিজাত

ষষ্ঠ ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন,
ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু- প্রসিদ্ধ পীর, শাহ সুফী
আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—
মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)
কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ,
মুবাহিছ, ফকিহ, শাহসুফী আলহাজ্জ্ব হজরত
আল্লামা—
মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)
কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র
পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার" ও প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

(ষষ্ঠদশ মূদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৩০ টাকা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

الحمد لله رب العلمين والصلوٰة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و اٰله و صحبه اجمعين

তাবিজাত

ষষ্ঠ ভাগ

১। আয়াতুল কুরছির খাছিএত

(১) যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আয়াতুল কুরছি দৈনিক ১৭ কিম্বা ৫০ বার অথবা ১৭০ বার বা ৩১৩ বার পড়িতে থাকিবে, সে যে কোন দরজা কামনা করিবে, প্রাপ্ত হইবে, যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা করিবে পাইবে। বীর পুরুষ, ভীতিকর ও ভক্তিভাজন হইবে। দুনিয়ার লোক তাহার বাধ্য হইবে। কেহই কথা ও কার্য্য দ্বারা তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। সমাজে নেতা হইলে, তাহার অনুচরগণ তাহার বাধ্য থাকিবে।

(২) অল্প খাদ্য সামগ্রীতে উহা ৩১৩ বার পড়িবে। প্রত্যেক বার পড়া শেষ হইলে উহাতে ফুক দিবে। আল্লাহ উহাতে বরকত দিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি উহা ১৭০ বার পড়িবে, খোদা সমস্ত কার্য্য তাহার সহায়তা করিবেন। তাহার মতলব পূর্ণ করিবে। দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবেন, রুজি বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এক ব্যক্তির উপর কেঁদো বাঘ আক্রমণ করিয়াছিল, সে আয়তুল কুরছি পড়ায় বাঘটি পলায়ন করে।

(৪) গোনাহগার ব্যক্তি প্রত্যেক দিবস উহা ১৭ কিম্বা ৫০ অথবা ১৭০ বার পড়িবে। ইহাতে তাহার মন্দ স্বভাব ছুটিয়া যাইবে।

(৫) যে ব্যক্তি শয়নকালে উহা পড়িবে, আল্লাহ তাহাকে তাহার পরিজনকে ও কয়েক ঘর তাহার প্রতিবাসীকে নিরাপদে রাখিবেন।

(৬) যে ব্যক্তি বিদেশ রওয়ানা হওয়া কালে উহা পড়িবে আল্লাহ তাহার জন্য কয়েক জন ফেরেশতা নিয়োজিত করিবেন, তাঁহারা তাহাকে প্রত্যেক প্রকার বিপদ, জ্বেন ও মনুষ্যের অপকারিতা হইতে রক্ষা করিবেন।

(৭) সাতবার আয়তুল কুরছি পড়িয়া ছয় দিকে নেসার হওয়ার নিয়তে ফুক দিবে, ছয়বার পড়িয়া ছয় দিকে নেসার হওয়ার নিয়তে ফুক দিবে এবং সপ্তমবার পড়িয়া নিঃশ্বাসটি পেটের মধ্যে টানিয়া লইবে। ইহাকে নেছারে মোহাম্মাদী বলা হয়। কথিত আছে, একজন ব্যবসায়ী বহু অর্থ ও বানিজ্য দ্রব্যসকলসহ মিসর হইতে অন্য দেশে রওয়ানা হয়। দুস্যুদল তিন রাত্রে তাহার উপর আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রত্যেকবারে তাহারা তাহার সম্মুখে একটি দৃঢ় কেল্লা অন্তরায় স্বরূপ দেখিতে পায়। ডাকাতেরা উহা কারামত ধারণা করিয়া তাহার নিকট এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করে। তিনি বলেন আমি ৭ বার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া ছয় দিকে কেল্লা ও প্রাচীর হওয়ার নিয়তে ফুক দিয়াছিলাম। খোদা উহার বরকতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। ইহা খাছায়েছে কুরসিতে আছে।

শায়েখ- বুনি (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ বিপদ আসার ও শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা করে, তবে বিপদ ও শত্রুর দিকে লক্ষ্য করিয়া ৫০ কিম্বা ১৭০ বার উহা পড়িবে। ইহাতে নিরাপদে থাকিবে। যদি তুমি কোন ভয়াবহ স্থানে থাক, তবে আয়তুল কুরছি পড়িতে পড়িতে একটি বৃত্ত (দায়রা) আকারে রেখা টান, তুমি ও তোমার দল উক্ত দায়েরার মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার সঙ্গীগণকে তোমার পশ্চাতে স্থাপন কর এবং তুমি শত্রুর দিকে লক্ষ্য করিয়া আয়াতুল কুরছি পড়িতে থাক। শত্রুদল তোমাদিগকে দেখিতে ও ক্ষতি করিতে পারিবে না। ইহা শামছোল মায়ারেফে আছে।

(৮) যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পরে উহা পড়িবে, তাহার প্রাণ অতি সহজে কবজ করা হইবে। যে ব্যক্তি মৃত্যু পীড়নে উহা পড়িবে, তাহার মওতের আজাব সহজ করা হইবে।

(৯) পীর মহইদ্দিন আরাবি বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি ৪০ দিবসের রাত্র দিবস এক হাজার বার করিয়া আয়তুল কুরছি পড়িবে, রুহানী মোয়াক্কেল তাহার চক্ষে প্রকাশিত হইবে। ফেরেশতাগণ তাহার জিয়ারতে আসিবেন ও তাহার সমস্ত মতলব পূর্ণ হইবে। হজরত নবী (ছাঃ) এর জিয়ারত। তাঁহা কর্ত্তৃক শিক্ষা ও বিস্ময়কর তত্ত্ব সকল লাভ হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাতে এছমে আজম আছে-

(১০) কোন মতলব হাছেলের জন্য বাটী হইতে রওয়ানা হওয়া কালে আয়তুল কুরছি পড়িয়া প্রথম বাম পা ফেলিবে, মতলব হাছেল হইবে। এমাম কুফি (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা অতি পরীক্ষিত।

(১১) যে ব্যক্তি রাত্রে ছুরা বাকারার প্রথম চারি আয়ত المفلحون পর্য্যন্ত, আয়াতুল কুরছি ও উহার পরে দুই আয়ত خالدون পর্য্যন্ত এবং শেষ তিন আয়ত امن الرسول হইতে الكافرين পর্য্যন্ত পড়িবে, সেই রাত্রে কোন জ্বেন তাহার গৃহে দাখিল হইতে পারিবে না। তাহার আওলাদ পরিজন ও অর্থ সম্পদ হেফাজতে থাকিবে।

(১২) শায়েখ বুনি (রঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি উহা প্রত্যেক নামাজের পরে ১৭০ বার পড়িবে, সে ইহজগতে ও উর্দ্ধ জগতের সমস্ত প্রাণীর অনুরক্ত হইবে। যাহার জীবিকা সঞ্চয়ের কোন উপায় না থাকে সে ১৭০ বার উহা পড়ার পরে তিন হাজার বার يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا غَنِيُّ يَا كَافِيُّ পড়িবে। উহা ২৬০ বার পড়িতে থাকিলে, শত্রু পরাজিত , হিংসুক লাঞ্ছিত, দেনা পরিশোধ, কারারুদ্ধ মুক্ত ও শত্রু মিত্র হইবে।

জালাল ছাওয়ানী বলিয়াছেন, উক্ত পরিমাণ পড়িয়া পরাক্রান্ত লোকের নিকট সুপারিশ করিলে, উহা কবুল হইবে।

শায়েখ-বুনি (রঃ) বলিয়াছেন, উহা ২০১ বার পড়িয়া দ্বীন ও দুনিয়ার যে কোন মতলব চাহিবে, খোদা পূর্ণ করিবেন।

(১৩) শায়েখ মহিউদ্দিন আরাবি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উহা ১৭০ বার করিয়া পড়িতে থাকিবে, বাদশাহ, উজির, কাজী, ও লোকদিগের নিকট সে সম্মানিত হইবে। খোদা সমস্ত প্রকার কল্যাণ, ধন ভাণ্ডার ও গুপ্ত বিষয়ের দ্বার তাহার উপর উদঘাটন করিবেন। তাহাকে জাহেরী ও বাতেনি এলেম ও হেকমত দান করিবেন, সমস্ত জ্বেন ও এনছানকে তাহার বাধ্য করিয়া দিবেন, যদি কোন আলেম তাহাকে সহস্র মছলা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করে সমস্ত ভুলিয়া যাইবে এবং বিব্রত অবস্থায় থাকিবে।

(১৪) যে ব্যক্তি উহা ৫০ বার বর্ষার পানির উপর পড়িয়া পান করিবে তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে।

(১৫) যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজের নামাজের পরে, ফজর ও মগরেবে, গৃহে দাখিল হওয়া কালে, শয়ন কালে, বাজার ও বিদেশ গমণ কালে উহা পড়ে, তাহাকে বাদশাহ, মনুষ্য, জ্বেন ও হিংস্র জন্তু সকলের অপকারিতা হইতে, তাহার

পরিজনকে ও অর্থকে আল্লাহ হেফাজতে রাকিবেন এবং তাহার গৃহকে চুরি ও অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিবেন ও তাহার শরীরকে পীড়া হইতে রক্ষা করিবেন।

(১৬) কাজি এব্রাহিম আফেন্দি (রঃ) কতিপয় লোকসহ এক শীতকালে বিদেশে ছিলেন, এমতাবস্থায় শীলাবৃষ্টি আরম্ভ হয় ও ভয়ঙ্কর বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাতে তাঁহারা পথ চলিতে অক্ষম হন এবং পথ হারাইয়া ফেলেন। তখন তিনি সঙ্গীগণকে একবার আয়াতুল কুরছি পড়িতে আদেশ করেন। যখন তাঁহারা وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ পড়িবেন, এই শব্দ গুলি ৭০ বার পড়িলেন। এইরূপ প্রত্যেকবারে আয়াতুল কুরছি পড়িয়া উক্ত শব্দগুলি ৭০ বার করিয়া পড়িতে লাগিলেন। হঠাৎ তাহাদের উপর সূর্য উদয় হইয়া পড়িল, বৃষ্টি তাহাদের চারিদিকে পড়িতেছিল, কিন্তু তাহাদের উপর এখ বিন্দু পড়িতেছিল না। তাহারা শহরে উপস্থিত হইলেন, চারিদিকে শীলা বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু তাহাদের শরীর শুষ্ক দেখিয়া লোকে অবাক হইতেছিল। শেখ বলেন, যদি কেহ মতলব উদ্ধার করিতে কিম্বা ক্ষতি রোধ করিতে অক্ষম হয়, তবে যেন উক্ত প্রকারে উহার অজিফা করিয়া লয়।

(১৭) যদি কেহ কোন দুর্দ্দান্ত লোক কিম্বা অত্যাচারী হাকিমের নিকট গমন করিতে চাহে, তবে তাহার নিকট গমনকালে ও পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িতে থাকিবে, ইহাতে সেই ব্যক্তি মন্ত্র মুগ্ধবৎ হইয়া থাকিবে এবং তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ الْكَرِيْمَةِ وَ مَا فِيْهَا مِنَ الْاَسْمَاءِ الْعَظِيْمَةِ اَنْ تُلْجِمَ فَاهُ عَنَّا وَ تُخْرِسَ لِسَانَهٗ حَتّٰى لَا يَنْطِقَ اِلَّا بِخَيْرٍ اَوْيُصْمِتَ خَيْرُكَ يَا هٰذَا بَيْنَ عَيْنَيْكَ وَ شَرُّكَ تَحْتَ قَدَمَيْكَ ☆

(১৮) দাঁত বেদনা উপশম হওয়া উদ্দেশ্যে তুমি তাহার চেহারাতে হাত মালিশ করিয়া বলিবে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَوَ لَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ......

হইতে ছুরা ইয়াছিনের শেষ পর্য্যন্ত এবং আয়াতুল কুরছি ও নিম্নোক্ত আয়ত পড়িবে-

وَ لَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ - وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ☆

ইহাতে বেদনা দূর হইয়া যাইবে।

(১৯) আয়াতুল কুরছি জিয়ারাত ও আমল -শেখ বুনি (রঃ) বলিয়াছেন, তুমি ইহার আমল করার ইচ্ছা করিলে, আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা কর, অন্তর, স্থান ও কাপড়গুলি পাক কর, নিয়ত খাঁটি করিয়া ফজরের নামাজের সময় মঙ্গলবার নির্জ্জনস্থানে প্রবেশ কর, বেশী পরিমাণ লোবাণ ইত্যাদি জ্বালাও, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৭২ নং দোয়া পড়, ঐ খোশবু জ্বলিতে থাকিবে। তুমি প্রথম রাত্রে সেই নির্জ্জন স্থানের এক কোণে গর্দ্দভের আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শুনিবে। ইহাতে তুমি ভীত ও আতঙ্কিত হইও না। কেননা, রুহানী মোয়াক্কেলগণ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় সেই স্থানের উপরিস্থানে ঘোড়ার শব্দের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইবে। তৃতীয় রাত্রে দ্বিপ্রহরে তোমার নিকট লাল, সাদা ও কাল তিনটি ঘোড়া উপস্থিত হইবে এবং দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া উক্ত স্থানের মধ্যস্থল হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তুমি ভীত ও ত্রাসিত হইও না, কেননা তাহারা তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। দোওয়াই অন্তরায় (হেছার) স্বরূপ হইয়া থাকে। চতুর্থ রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় লোবান জ্বালাইয়া কেবলামুখী হইয়া দোয়া পড়িতে থাকিবে, এমতাবস্থায় প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং একজন নুরানী খাদেম তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি ভীত হইও না

এবং লোবাণ নির্বাপিত করিও না। এমন কি সে বলিবে, আছ্ ছালামো আলায়কা ইয়া অলিয়াল্লাহ! তুমি বলিবে, আলায়কাছ ছালামো অ-রহমাতুল্লাহে অ বারাকাতুহ। ইহাতে সে বলিবে, হে অলিয়াল্লাহ তুমি আমাদের নিকট কি চাহিতেছ? তুমি বলিবে আমি তোমার নিকট একজন খাদেম চাহিতেছি, - যে আমার শেষ জীবণ পর্য্যন্ত আমার খেদমত করিতে থাকিবে। তখন সে বলিবে তুমি এই স্বর্ণের অঙ্গুরিটী লও, ইহাতে এছমে আজম অঙ্কিত আছে। ইহা তোমার ও আমার মধ্যের অঙ্গীকার । যখন তুমি আমার হাজির হওয়ার ইচ্ছা করিবে তখন এই অঙ্গুরিটী তোমার ডাহিন হাতে স্থাপন করিয়া উক্ত দোওয়া তিনবার পড়িয়া বলিবে-

يَا مَلِكُ كَنْدِيَاسُ اَجِبْنِىْ بِحُضُوْرِكَ فِىْ كُلِّ مَا تُرِيْدُ مِنْ طَيِّ الْمَكَانِ وَ الْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ وَ غَيْرِهِمَا مِنْ اَنْوَاعِ الْكَرَامَاتِ☆

ইহা কামেল পীরের এজাজত ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, ইহা মোবারক দোয়া, জগতে অতি দ্রুতগতিতে বিপদ উদ্ধার কল্পে ইহার তুল্য কোন দোয়া নাই।

উহা এই - ৩১৩ বার আয়তুল কুরছি, তৎপরে ৭বার এই দোয়া পড়িবে। এশার নামাজের পরে পাক ও নির্জ্জন স্থানে ইহা পড়িবে। শেখ বুনি (রঃ) বলিয়াছেন, পাঞ্জাগানা নামাজের পরে নির্জ্জনে এই দোওয়া ২০ বার করিয়া পড়িলে, আল্লাহতায়ালা উহার খাদেমদিগকে তাহার অনুগত করিয়া দিবেন।

কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ৫০ কিম্বা ১৭০ বার আয়তুল কুরছি পড়িয়া এই মোবারক দোওয়া এক একবার পড়িবে আল্লাহ সমস্ত মানুষকে তাহার বাধ্য করিয়া দিবেন, সমস্ত সঙ্কটকে সহজ করিয়া দিবেন।

উক্ত মোবারক দোওয়া এই-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ يَا اَللّٰهُ (٣ بار) يَا رَحْمٰنُ (٣ بار) يَا رَحِيْمُ (٣ بار) يَا رَبَّاهُ (٣ بار) يَا سَيِّدَاهُ (٣ بار) يَا هُوَ

(٣بار) يَا غِيَاثِىْ عِنْدَ شِدَّتِىْ يَا اَنِيْسِىْ عِنْدَ وَحْدَتِىْ يَا مُجِيْبِىْ عِنْدَ
دَعْوَتِىْ يَا اَللّٰهُ (٣بار) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ
يَا مَنْ وَ مَنْ تَقُوْمُ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ يَا جَامِعَ الْمَخْلُوْقَاتِ
تَحْتَ لُطْفِهٖ وَ قَهْرِهٖ اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تُسَخِّرَ لِىْ رُوْحَانِيَّةَ هٰذِهِ
الْاٰيَةِ الشَّرِيْفَةِ تُعِيْنُنِىْ عَلٰى قَضَاءِ حَوَائِجِىْ يَا مَنْ (لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ
وَّ لَا نَوْمٌ) اِهْدِنَا اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ حَتّٰى اَسْتَرِيْحَ مِنَ
اللَّوْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ يَا مَنْ
(لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ) اَللّٰهُمَّ اَشْفَعْ لِىْ وَاَرْشِدْنِىْ فِيْمَا اُرِيْدُ مِنْ قَضَاءِ حَوَائِجِىْ وَ
اِثْبَاتِ قَوْلِىْ وَ فِعْلِىْ وَ عَمَلِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ اَهْلِىْ يَا مَنْ (يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ) يَامَنْ
يَّعْلَمُ ضَمِيْرًا عِبَادِهٖ سِرًّاوَّ جَهْرًا اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ اَنْ تُسَخِّرَ لِىْ خُدَّامَ
هٰذِهِ الْاٰيَةِ الْعَظِيْمَةِ وَ الدَّعْوَةِ الْمُنِيْفَةِ يَكُوْنُ لِىْ عَوْنًا عَلٰى قَضَاءِ
حَوَائِجِىْ هَيْلًا (٢ بار) جَوْلًا (٢بار) مَلْكًا (٢ بار) يَا مَنْ لَا يَتَصَرَّفُ
فِىْ مُلْكِهٖ (اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ) سَخِّرْلِىْ
عَبْدَكَ كَنْدِيَاسْ حَتّٰى يُكَلِّمَنِىْ فِىْ حَالِ يَقْظَتِىْ وَ يُعِيْنُنِىْ فِىْ

جَمِيْعِ حَوَائِجِىْ يَا مَنْ (وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمِ) يَا

حَمِيْدُ يَا مَجِيْدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيْدُ يَا حَقُّ يَا وَكِيْلُ يَاقَوِىُّ يَا مَتِيْنُ كُنْ

لِّىْ عَوْنًا عَلٰى قَضَاءِ حَوَائِجِىْ بِاَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ اَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَنْدِيَاسُ اَجِبْنِىْ اَنْتَ

وَ خُدَّامُكَ وَ اَعِيْنُوْنِىْ فِىْ جَمِيْعِ اُمُوْرِىْ بِحَقِّ مَا تَعْتَقِدُوْنَهٗ مِنَ

الْعَظْمَةِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ الْعَظِيْمَةِ وَ سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ عَلَيْهِ

الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ ☆

কোন নোছখাতে নিম্নোক্ত শব্দগুলি বেশি আছে;—

اَجِبْ اَيُّهَا السَّيِّدُ الْكَنْدِيَاسُ اَسْرَعَ مِنَ الْبَرْقِ وَ مَا اَمْرُنَا اِلَّا

وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اَوْهُوَ اَقْرَبُ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ☆

(২০) পীর এবনো -আরাবি বলিয়াছেন, যে কেহ ৫০ কিম্বা ১৭০ অথবা ৩১৩ বার আয়াতুল কুরছি অজিফা করিতে চাহে, সে যেন পড়া শেষ করিয়া নিম্নোক্ত দোওয়া পড়ে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ بُرْهَانًا يُّوْرِثُنِىْ اَمَانًا وَ اَنِسْنِىْ بِكَ عَلٰى

كُلِّ مَطْلُوْبٍ وَ اَصْبِحْنِىْ بِعَوْنِ عِنَايَتِكَ فِىْ نَيْلِ كُلِّ مَرْغُوْبٍ

يَاقَادِرُ يَا جَلِيْلُ يَا قَاهِرُ يَا عَظِيْمُ يَا نَاصِرُ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ

رُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ☆

যে ব্যক্তি জুমার দিবস আছরের পরে নির্জ্জনে বসিয়া মগরেব পর্য্যন্ত উহা পড়িতে থাকিবে, সে ধারণাতীত কল্যাণ লাভের অধিকারী হইবে।

(২১) ইয়ামানের কোন বোজর্গ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিবস উহা হাজার বার পড়ার অজিফা করিয়া লয় মাছ মাংস ত্যাগ না করিলেও অতি সত্বর রুহানি মোয়াক্কেল তাহার সহিত দেখা দিবেন।

(২২) শেখ বুনি (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন সঙ্কট উদ্ধার কল্পে ১০০ বার উহা লিখিবে, কিন্তু পৃথক পৃথক আবজাদের অক্ষর দ্বারা লিখিবে, অতি সত্বর তাহার মতলব পূর্ণ হইবে। যে ব্যক্তি উহা ৫০ বার লিখিয়া তাবিজ করিবে, তাহার শত্রু ও হিংসুকগণ লাঞ্চিত হইবে। যাহার মহব্বতের নিয়ত করিবে, সে তাহাকে ভালবাসিবে। মাসের প্রথমে কাঁচের পাত্রে জাফরাণ, গোলাপ ও মেশক দ্বারা রোজা অবস্থায় উহা ৫০ বার অক্ষরগুলি দ্বারা লিখিয়া উহা দ্বারা এফতার করিবে, খোদা তাহাকে বিবিধ হেকমত প্রদান করিবেন। বর্ষার পানিতে লিখিলে ভাল হয়। এফতার কালে ৭ বার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ الشَّرِيْفَةِ اَنْ تُلْهِمَنِىْ الْعِلْمَ اللَّدُنِّىَ ☆

অন্য কোন এলম ইচ্ছা করিলে, উহার নাম লইবে।

এইরূপ কয়েক দিবস করিতে হইবে।

(২৩) উহা চিনামাটির বাসনে লিখিয়া শস্যের মধ্যে রাখিলে চুরি হইবে না এবং পোকা লাগিবে না।

(২৪) ঘর, দোকান ও বাগানের দ্বারে লিখিয়া রাখিলে, রুজি বেশী হইবে ও তথায় চোর প্রবেশ করিবে না।

(২৫) বালকের পেটে বাতরস জমা হইলে, মেশক ও জাফরাণ দ্বারা পাক বাসনে লিখিয়া তাহাকে পান করাইবে।

(২৬) হৃৎপিণ্ড, কলিজা ও নাড়ীতে বেদনা হইলে পাক বাসনে তিনবার লিখিয়া তাহাকে পান করাইবে, পানকালে নিয়ত করিবে, অমুক বেদনা আরোগ্য কামনা করিতেছি।

(২৭) কাশি, শ্লেষ্মা হইলে ৭ টুকরা লবণের উপর এই আয়াত সাত সাতবার পড়িয়া সাত দিবস নাশতা করাইবে।

(২৮) সমস্ত প্রকার পীড়া ও বেদনা উপশমের উদ্দেশ্যে কাঁচের পাত্রে মেশক, জাফরাণ গোলাপ দ্বারা উহা ৩ বার লিখিবে, উহার সহিত ছুরা হাশরের শেষ কয়েক আয়ত لو انزلنا هذا القران হইতে শেষ পর্য্যন্ত

و لو ان قرانا

سيرت به الجبال লিখিবে, তৎপরে উহাতে ৭ বার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া ফুক দিবে, লোবানের ধোঁয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে, তিন দিবস ফজর ও সন্ধ্যা কালে পান করিবে, ইহাতে প্রত্যেক প্রকার পীড়া উপশম হইবে।

২। ছুরা এখলাছের আমল

এক মজলিসে এক হাজার একবার পড়িবে, কেবল প্রথম বারে বিছমিল্লাহ পড়িবে, এই পড়ার মধ্যে দুনিয়ার কথা বলিবে না। ইহাতে রুহানি মোয়াক্কেল চৈতন্য ও নিদ্রা অবস্থায় তাহার নিকট উপস্থিত হইবে, চৈতন্য অবস্থায় আমলের যোগ্যতা অনুসারে আসিতে থাকিবে, কখন খাঁটী নূর অবস্থায় উপস্থিত হইবে, কখন বিদ্যুতের আকৃতিতে আসিবে, কখন দর্পণের নূরের আভার ন্যায় আসিব। কখন চন্দ্রের আকৃতিতে ,কখন সবুজ কিম্বা সাদা পক্ষীর আকৃতিতে আসিবে, কিন্তু তাহাদের চেহারা মানুষের চেহারার ন্যায় হইবে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলিবে। কেহ শরবত লইয়া আসিবে, মুরিদ উহা পান করিলে পর্দ্দা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, অনেক রুহানী জগতের অবস্থা ও অলৌকিক ব্যাপার তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে। এই শরবত পানে মুরিদ গর্ম্মিতে অস্থির হইয়া যাইবে। তাহার গর্ম্মি নিবারণ কল্পে বেশি পরিমাণ দরুদ আমল করিবে।

(২) কঠিন বিপদ উদ্ধার কল্পে কিম্বা অসাধ্য মতলব পূর্ণ উদ্দেশ্যে বিছমিল্লাহ সহ ছুরা এখলাছ এক হাজার বার লিখিবে, উহা পরীক্ষিত ।

(৩) যে ব্যক্তি বিছমিল্লাহ সহ উহা ৩১৩ বার লিখিবে, তাহার মতলব পূর্ণ হইবে, শত্রুগণ হইতে নিরাপদে থাকিবে, যাহার ভালবাসা কামনা করিবে, সে মিত্র হইবে।

(৪) মাটির বাসনে উহা বিছমিল্লাহসহ ৭ বার লিখিয়া, যে কোন পীড়িতকে পান করাইলে সুস্থ হইবে।

৩। ছুরা ইয়াছিনের আমল

কোন মতলব পূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্যে ৭ কিম্বা ২১ অথবা ৪১ বার ছুরা ইয়াছিন পড়িবে, يٰسٓ শব্দ ৭ বার পড়িবে, ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ১৪ বার পড়িবে, سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ ১৬ বার পড়িবে, اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ৪ বার পড়িবে।

যে ব্যক্তি উক্ত তরতিবে উহা পড়িবে, তাহার মতলব পূর্ণ হইবে।

(২) যে ব্যক্তি মেশক জাফেরাণ দ্বারা উহা লিখিয়া পান করিবে, তাহার স্মৃতিশক্তি বেশি হইবে।

(৩) উহা ছুরা ফাতেহা, নাছ, ফালাক ও আয়াতুল কুরছি সহ কাঁচের পাত্রে মেশক জাফেরাণ ও গোলাপ দ্বারা লিখিয়া পান করিলে সমস্ত প্রকার পীড়া, বেদনা ও হৃৎকম্পন সুস্থ হইয়া যায়।

(৪) উক্ত ছুরা লিখিয়া যে কোন জিনিসের মধ্যে রাখিবে, উহাতে বরকত হইবে।

৪। ছুরা অদ্দোহার আমল

(১) যে ব্যক্তি সূর্য্য অস্তমিত ও উদয় হওয়া কালে উক্ত ছুরা সাত সাতবার পড়িবে, তাহার কোন বন্ধু নষ্ট হইবে না, তাহার কোন পশু বা মনুষ্য পলায়ণ করিবে না, তাহার গৃহের কোন বস্তু চুরি হইবে না, তাহার গৃহে কোন ফাছাদ, কলেরা ও প্লেগ আসিবে না, যে কোন চোর কিম্বা জ্বেন তাহার গৃহের নিকট আসিবে, উহা লৌহ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত দেখিবে, উহাতে প্রবেশ করার কোন পথ পাইবে না।

(২) এমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, প্রাচী ন বোজর্গেরা কোন বস্তু হারাইয়া গেলে ছুরা অদ্দোহা পড়িতেন, ইহাতে হারান বস্তু পাওয়া যাইত। যাহার কোন বস্তু হারাইয়া যায়, সে জুমার দিবস ৮ রাকায়াত চাশত নামাজ পড়িয়া ছুরা অদ্দোহা পড়িবে, তৎপরে এই দোওয়া পড়িবে-

يَا جَامِعَ الْعَجَائِبِ يَا رَادَّ كُلِّ غَائِبٍ يَا جَامِعَ الشَّتَاتِ يَا مَنْ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ اِجْمَعْ عَلَيَّ ضَائِعِيْ - اِجْمَعْ ضَائِعَ فلان بن فلان عَلَيْهِ لَا جَامِعَ لَهٗ اِلَّا اَنْتَ ☆

৫। ছুরা এনশেরাহের আমল

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে উহা ৯ বার পড়িবে, আল্লাহ তাহার রুজি রোজগার বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আর যদি প্রত্যেক নামাজের পর ৪০ বার করিয়া পড়ে, এইরূপ সাত দিবস করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহাকে অর্থশালী করিয়া দিবেন।

(২) যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকে, সে প্রত্যেক দিবস উহা বিছমিল্লাহ সহ ৭শত কিম্বা ১ হাজার বার করিয়া পড়িবে, তাহার সঙ্কট উদ্ধার হইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিবস চাশ্‌তের সময় উহা ২ শতবার করিয়া পড়ে, সে আশ্চার্য্যজনক গুপ্ত তত্ব দেখিতে পাইবে। উহা কাঁচের বাসনে লিখিয়া গোলাপ দ্বারা ধৌত করিয়া পান করিলে, তাহার চিন্তা, দুঃখ ও আতঙ্ক দূরীভূত হইবে।

(৩) যাহার কোরআন স্মরণ করা কষ্টকর হয়, সে উহা লিখিয়া ধুইয়া খালি পেটে কিম্বা এফতার কালে ৭ দিবস পান করিবে, কোরআন স্মরণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে।

৬। ছুরা কওছারের আমল

উহা গোলাপে পড়িয়া ফুক দিয়া প্রত্যেক দিবস চক্ষে দিলে উহার জ্যোতি বৃদ্ধি হইবে, বেদনা দূরীভুত হইবে। জেল হইতে নিস্কৃতি লাভের জন্য উহা ৭১ কিম্বা ৩০০ অথবা ১০০০ বার পড়িবে, সে অতি সত্ত্বর নিস্কৃতি পাইবে। শেখ মোহাম্মদ মুছেলি ও শেখ ইয়াকুব বলিয়াছেন, রুজি ও সম্পদ লাভের কিম্বা প্রত্যেক মতলবের জন্য হাজার বার পড়িবে।

নির্জ্জনে ৩০০ বার পড়িলে শত্রুর উপর জয়যুক্ত হইবে। উহা লিখিয়া তাবিজ করিয়া রাখিলে, শত্রুদের ক্ষতি হইতে নিরাপদে থাকিবে।

৭। ছুরা নাছ ও ফালাকের আমল

(১) শয়নকালে, ফজর ও মগরেবে ছুরা এখলাছ, নাছ ও ফালাক তিন তিনবার পড়িয়া সমস্ত শরীরে ফুঁক দিবে, সমস্ত প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। জুমার পরে প্রত্যেকটি সাতবার করিয়া পড়িলে দ্বিতীয় জুমা পর্য্যন্ত নিরাপদে থাকিবে।

(২) নাছ ও ফালাক ৪১ বার পড়িয়া জাদুগ্রস্ত কিম্বা পীড়িতের উপর ৭ দিবস পর্য্যন্ত ফুঁক দিবে।

(৩) একশত হইতে সহস্রবার উক্ত দুই ছুরা পড়িলে শয়তানী খেয়াল দূরীভূত হইবে।

৮। কুকুর কামড়ানোর তদ্‌বীর

(১) ৪০ বার اَللّٰهُ الصَّمَد 'আল্লাহোছ-ছামাদ কাঁসার থালে (বাসনে) পড়িয়া সাপে কাটা কিম্বা কুকুরে কাটা রোগীর পীঠে লাগাইলে, বিষ থাকা পর্যন্ত লাগিয়া থাকিবে, বিষ নষ্ট হইয়া গেলে, থালা পড়িয়া যাইবে।

(২) হরিদ্রা ও গোড়াদুকার (ধুতরার) ফুল ৫টি একত্রে বাটিয়া তিন দিবস খালি পেটে খাইলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হইবে।

(৩) যজ্ঞডুমুর চাউল ধোয়া পানিতে বাটিয়া খাওয়াইলে আরোগ্য হয়।

(৪) আকন্দের আঠা, সরিষার তৈল ও আঁখের গুড় মিশ্রিত করিয়া দংশিত স্থলে প্রলেপ দিলে, কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

(৫) কালজীরা বাটিয়া গরম পানি সহ সেবন করিবে।

৯। শৃগাল দংশনের তদ্‌বীর

(১) দৃষ্টস্থানে আকন্দের আঠা দুই বেলা লাগাইয়া শিমুলের তুলা দ্বারা চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে, ক্রমাগত ১০ দিবসকাল এইরূপ করিবে।

(২) মরিচ, শুঠ, পিপুল, হিং ও সৈন্ধক লবণ সমভাগে পানির সহিত পিশিয়া পান করিবে।

১০। জলাতঙ্ক

ক্ষিপ্ত কুকুর অথবা শৃগালের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হইলে, সমান পরিমাণ খাঁটি দুধ আকন্দ পাতার রস কোন নূতন মাটির পাত্রে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সমস্ত দিন চিড়া ভাজা ও খাটি দুধ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিতে পারিবে না। এক দিবসে ভাল না হইলে দুই দিবসে করিবে।

১১। সর্প কামড়ানোর তদ্‌বীর

(১) কাহারও কোন স্থলে বেদনা হইলে বা সর্পে কামড়াইলে, রোগী নিজে বা অপরের দ্বারা ব্যথার স্থলে বিছমল্লাহ বলিয়া হাত রাখিবে, তৎপরে আমেল ৭/৮ হাত দূরে থাকিয়া ছুরা ফাতেহা ২ বার নিঃশব্দে পড়িয়া নিজ ডাইন হাত সম্মুখে করিয়া হাতের তালুর উপর রোগীর ব্যথার স্থান লক্ষ্য করিয়া ফুঁক দিবে, এইরূপ আমল কয়েক বার করিলে রোগী খোদার ফজলে আরোগ্য লাভ করিবে।

(২) সাপে কাটা রোগীকে একটি বৈলের গোটা (বকুলের দানা) খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। রোগী বেহুশঁ হইয়া গেলে তুতিয়া পোড়া চূর্ণ ও বড়ি পরিমাণ কাগজে লইয়া রোগীর নাসিকা দিয়া ফুঁক দিয়া মস্তিষ্কে পৌছাইবে।

এ ক্ষেত্রে এক খানা পরিমান ভাল রিঠা ১ ছটাক পানিতে ঘোলাইয়া খাওয়াইবেন। আরও এক আনা পরিমাণ নিশাদল ও এক আনা পরিমাণ চূণ শিশিতে রাখিয়া রোগীকে শোঁখাইলে মাথার বিষ নামিয়া আসিবে। দেড় রতি পরিমাণ নিশাদল আড়াই তোলা চুনের পানির সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা সাপের বড় ঔষধ। ২/৩ টি মোরগের গুহ্যস্থান চিরিয়া সাপে কাটা জখমে লাগাইয়া ধরিয়া রাখিলে, বিষ নষ্ট হইয়া যায়, অথবা কেহ মুখে চুষিয়া উঠাইলেও বিষ নষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা ক্ষত স্থলে সিঙ্গা লাগাইলে বা ফটকিরির পানি দ্বারা ক্ষত স্থানে ধুইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

লজ্জাবতীর পাতা দ্বারা রোগীর মাথা হইতে নিচে পর্য্যন্ত মুছিয়া নামাইলে রোগীর বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

গদ পানের শিকড় কাঁচা দুধ সহ বাঁটিয়া খাইলে সর্প বিষ নষ্ট হয়। গাং তুলষি পাতার রস সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

কারবলিক এসিড ক্ষতস্থানে জ্বালাইয়া দিলে, বিষ নষ্ট হইয়া যায়। কারবলিক এসিড দ্বারা নিশাদল ঘরে রাখিলে সাপ পলায়ন করে। নিশাদল চিবাইয়া সাপের গায়ে ফেলিয়া দিলে সাপ মরিয়া যায়।

সাদা (তামাকের) পাতা চুনের পানিতে ভিজাইয়া হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিলে বমি হইয়া সাপের বিষ ছুটিয়া যাইবে, কিন্তু বমি হওয়া মাত্র ঔষধ খুলিয়া বাজু ধুইয়া দিবে।

ময়ূরের পুচ্ছ জ্বালাইয়া নাকে ধোঁয়া প্রবেশ করাইলে, বিষ নষ্ট হওয়া যায়। উক্ত বস্তু মধুসহ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। কাপড় বা রসি দ্বারা ক্ষত স্থানের উপর উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে, বাঁধের উপর ও নিচে এক ছটাক নিশাদল এক ছটাক পানিতে মিশাইয়া ঐ পানি খুব মালিশ করিবে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর কোন ক্ষতি না হইলে, বাঁধ ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রোগীকে কিছু খাইতে ও গোছল করিতে দিবে না, বরং বাঁধের উপর ভাল করিয়া নিশাদল লাগাইবে, অভাবে লবণ লাগাইবে, তৎপর বাঁধন ছাড়িয়া দিবে, কারণ বাঁধের গোড়ায় বিষ জমিয়া থাকিতে পারে। হয়ত বাঁধন কাটিয়া দিবা মাত্র বিষ উপরে চড়িয়া রোগীকে নষ্ট করিতে পারে, অতএব বাঁধ কাটিবার পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত।

সাপে গাভীর দুধ খাইতে অভ্যস্ত হইলে, তথায় লজ্জাবতীর শিকড় পাতা ও গাছ পুতিয়া দিবে, আর সাপ তথায় আসিবে না।

ছুরা ফাতেহা ও এখলাছ পড়িয়া ডোর টানিলে, সাপের বিষ নামিয়া আসে। দুই তোলা কড়া তামাক দশ তোলা পানিতে বেশ করিয়া গুলিয়া সর্পদৃষ্ট রোগীকেক সেবন করাইলে, ভেদ ও বমি হইয়া বিষ নিবারণ হইয়া যাইবে। তামাক সর্পবিষের প্রতিশোধক, তামাক বন দিয়া কখনও সাপ চলাচল করে না।

বিষ কাঁটালি দণ্ডকলস প্রত্যেকটির তিনটি ডোগা মর্দ্দন করিয়া উহার রসের নস্য নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইলে সর্পদৃষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে।

আফুলা দণ্ড কলসের আধ ছটাক রস লবণ সহ পান করিলে, অথবা রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, উক্ত অবস্থায় রোগীর কর্ণের মধ্যে অথবা নাসিকার ভিতর প্রবেশ করাইলে, সর্পদৃষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য হয়।

কতকগুলি দুর্বা ঘাসের শিকড় ১০৭টি গোল মরিচের সহিত বাধিয়া সর্পদৃষ্ট ব্যক্তিকে খাওয়াইবে।

কাঁটানটের শিকড় সর্পের গাত্র স্পর্শ করাইলে, আর মাথা উঠাইতে পারে না। প্রতি ঘরে ধুনার ধোয়া দিলে সর্প ভয় নিবারিত হয়, কাঁটা নটের গাছ মুল সমেত বাটিয়া উহার উর্দ্ধ পোয়া রস সর্পদৃষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে ও উহার সিটা ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হইবে ও একবার মাত্র বমি হইবে। আড়াইখানা মরিচসহ শ্বেত করবী শিকড় বাটিয়া খাইলে অথবা দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে সর্প বিষ নষ্ট হয়।

রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে দুই মাসা ফটকিরি পানিতে গুলিয়া সেবন করাইলে সর্প বিষ নষ্ট হইয়া রোগী চৈতন্য লাভ করে।

চারিতোলা আতপ চাউল এক পোয়া পানিতে বাটিয়া ঐ পানিটুকু দুধের ন্যায় সাদা হইলে, উহার এক ছটাক পানিতে দুই তোলা ন'টেশাকের মূল পিষিয়া পান করাইলে সর্প দংশনের সমস্ত বিকার আরোগ্য হয়, এক ঘণ্টায় আরোগ্য না হইলে পুনরায় ঐরূপ করিবে।

সাতটি গোল মরিচের সহিত কালকিশিন্দার মুল বাটিয়া পান করিলেও সর্পবিষ নষ্ট হয়।

আফুলা কাঁকুড় গাছের শিকড় ঘৃতের সহিত পান করাইলে বা দষ্ট স্থলে প্রলেপ দিলে বিষ যত তীব্র হউক বিনষ্ট হইবে।

শ্বেত আকন্দ কিম্বা মহাসমুদ্রের শিকড় আড়াইখানা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাওয়াইবে, আধছটির পাতা গরম লাগিলে, বিষ আছে বুঝিতে হইবে।

তুলা রাশি বিশিষ্ট লোকের দ্বারা কালকিশেন্দের শিকড় দ্বারা বিষ কতদূর উছিয়াছে জানিতে পারিবে, তৎপরে উহার দ্বারা ঝাড়াইয়া বিষ নামাইবে।

দম বন্ধ করিয়া আপাং এর শিকড় ও কুকুরে আলুর পূর্ব্বদিকের শিকড় তুলিয়া ঐরূপ বিষ নামাইবে।

ছোট চাঁদরের শিকড় চিবাইলে মিষ্টি লাগিলে বুঝিবে যে, সাপের বিষ আছে। আর কটু লাগিলে বুঝিবে যে বিষ নাই, উহা আধখানা গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

১২। জাদুর তদ্‌বীর

(১) যদি কাহাকে জাদু করা জিনিস খাওয়াইয়া থাকে, তবে ১৪ বার ছুরা ফালাক ও ১৪ বার ছুরা নাছ লবণে পঁড়িয়া রোগীকে তিন দিবস খালি পেটে খাওয়াইবে।

১১ বার দরুদ পাঠ অন্তে ৭ বার লেইলাফে পড়িয়া লবণে ফুক দিয়া খাওয়াইবে। জঙ্গি হরিতকি, সোনামুখির পাতা ও মিছরী দ্বারা জোলাব বানাইয়া ১৫ দিবস অন্তে ৩ বার খাইবে।

(২) যদি জাদু করিয়া কিছু তাহার বাটিতে পুতিয়া থাকে তবে যতক্ষণ উক্ত প্রোথিত বস্তু না উঠাইয়া ফেলিবে, ততক্ষণ রোগী সুস্থ হইতে পারিবে না।

কোথায় উহা পুতিয়া রাখিয়াছে, ইহার কয়েক প্রকার তদ্‌বীর আছে, এস্থলে একটি লেখা হইতেছে, ৪০ বার الله الصمد আল্লাহোছ্‌ছামাদ কোন পিতল বা কাসার বাটির উপর পড়িয়া কোন লোককে ধরিতে বলিবে, বাটী জাদু স্থলে গিয়া ঘুরিতে থাকিবে, উহা উঠাইয়া ফেলিলে, রোগ আরোগ্য হইবে।

(৩) জাব্বারি কাহ্ হারির ফয়েজ দ্বারা নিজের চারি দিকে হেছার করিয়া কুওয়াতের ফয়েজ দ্বারা জাদুকে আকর্ষণ করিয়া মাটিতে পুতিয়া ফেলিবার নিয়ত করিবে।

(৪) শ্বেত বসন্ত চিবাইলে, যদি তিতা লাগে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার উপর জাদু আছে।

১৩। চোর কোথায় অপহৃত বস্তু রাখিয়াছে তাহা জানিবার উপায়

(১) ৪০ বার "আল্লাহোছ-ছামাদ" তাঁমা বা কাঁসার বাটীর উপর পড়িয়া কোন লোককে ধরিতে বলিবে, চোর বা চুরি করা বস্তু ধরা পড়িবে।

(২) ছুরা ইয়াছিনের প্রথম মুবিন পর্য্যন্ত ৭ বার পড়িয়া, ৮ হাত বাঁশ ২ খানা করিয়া সামনা সামনি দুইটি লোককে বোগলে দাবাইয়া ধরিয়া রাখিতে বলিবে, উক্ত কালাম পানির উপর পড়িয়া বাঁশের উপর ছিটা দিবে, বাঁশ চলিতে থাকিবে, ইহাতে চোর মাল ও জাদু টোনা ধরা পড়িবে।

১৪। চুরি করা বস্তু হাজির করার তদ্‌বীর

(১) বড় চাকুতে লিখিবে-

و اصبحت فی امان الله و امسیت فی جوار الله و امسیت فی امان الله و اصبحت فی جوار الله ده روپیه مسر وقه فلان یات بها الله تعالیٰ ☆

প্রথম দিবস সূর্য্যোদয় হওয়ার পূর্ব্বে পূর্ব দিকে ধান্য, চাউল বা কোন শস্যের মধ্যে উক্ত লিখিত চাকুটি গাড়িয়া রাখিবে, যেন উহার দাটিটী দেখা যায়। দ্বিতীয় দিবস উত্তর দিকে, তৃতীয় দিবস পশ্চিম দিকে, চতুর্থ দিবস দক্ষিণ দিকে

গাড়িয়া রাখিবে। পঞ্চম দিবস পূর্ব্ব দিকে, ষষ্ঠ দিবস উত্তরের দিকে এবং সপ্তম দিবস পশ্চিম দিকে উহা গাড়িয়া রাখিবে। সাত দিবসের মধ্যে এই তদ্‌বীর করিলে চোর উক্ত জিনিস সহ উপস্থিত হইবে।

دو روپیه مسر وقه فلان স্থলে যাহা যাহা চুরি হইয়াছে, উহার নাম ও মালিকের নাম লিখিবে। (২) একখানা সাদা কাপড়ে নিম্নোক্তভাবে লিখিবে-

তৎপরে কাপড়ের প্রত্যেক কোণা একটিকে অপরটির উপর রাখিবে, বৃত্তের মধ্যস্থিত শূন্যের (নোকতার) উপর লোহার পেরেক পুতিয়া মাটির পাত্রে সরা দিয়া ঢাকিয়া চুরি স্থলে রাখিবে, সাত দিবস ঐরূপ থাকিবে। অষ্টম দিবস বাহির করিয়া অগ্নিতে গরম করিতে থাকিবে, যেন ঠাণ্ডা না হয়। চুরি হওয়ার ৭ দিবসের মধ্যে এই তদ্‌বীর করিতে হইবে।
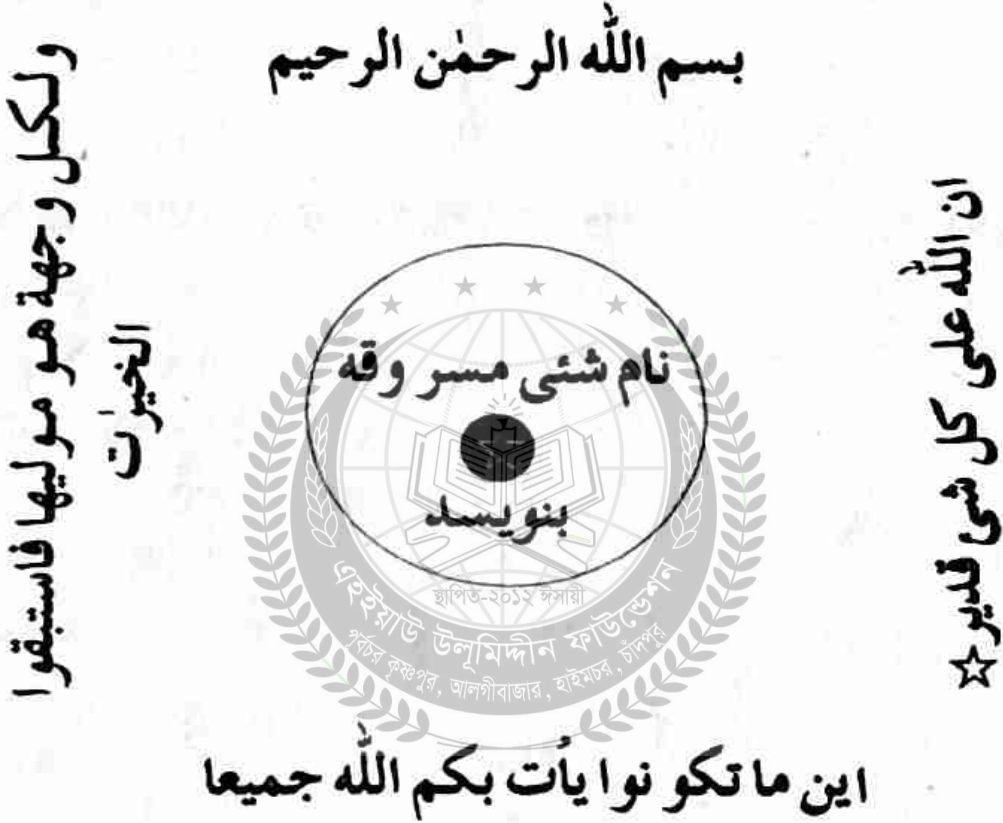
১৫। ডাবা দফার তদ্‌বীর

ছেলে পিলের গলার মধ্যে ফুলিয়া পানাহার বন্ধ করিয়া দেয় উহাকে ডাবা বলা হয়।

সাতটি রেখা টানিয়া প্রত্যেক বার ছুরা ফাতেহা পড়িয়া ছেলের গায়ে ফুক দিয়া বাঁকা ভাবে ছুরি দিয়া রেখাগুলি কাটিবে এবং বলিবে, অমুকের ডাবা কাটিয়া করি খান রেখাগুলির নক্‌সা এই-
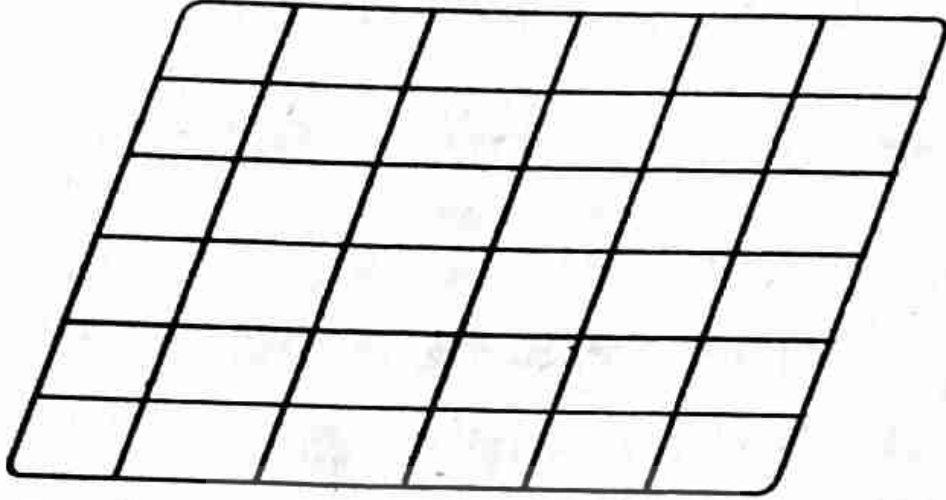
১৬। গোপনীয় কথা বা টাকা কড়ি জানার উপায়

(১) ৭ বার اللّٰہ الصمد আল্লাহোছ- ছামাদ শ্বেত বসন্তের পাতায় পড়িয়া নিদ্রিত ব্যক্তির বুকের উপর রাখিয়া দিয়া কোন কথা বা প্রোথিত মালের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সন্ধান বলিয়া দিবে।

(২) یا حق ইয়া হক পড়িতে পড়িতে শুইয়া গেলে নিজে মতলবের বিষয় স্বপ্নে দেখিতে পাইবে।

১৭। পীড়িতের পীড়ার অবস্থা জানার উপায়

يَا هُوَ يَا مَنْ هُوَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ اِلَّاهُوَ

(১) এই নক্‌সায় -গাওছিয়া ৪০ বার আতর মিশ্রিত কাফুরি কালিতে পড়িয়া নাবালক ছেলের নখের উপর ফোটা লাগাইয়া উক্ত ছেলেকে এক খেয়ানে দেখিতে বলিবে, ৪ জন মোয়াক্কেল কালীর ভিতরে ছেলেকে দেখা দিয়া কথা বলিবে। রোমাইল, তাতাইল, হুজরাইল ও হামজাইল, ছেলের মা'রেফাত নামের সহিত ডাকিয়া যাহাকে যে কোন পীড়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে, বলিয়া দিবে।

(২) উক্ত দোওয়া গওছিয়া পানির উপর ৪০ বার পড়িয়া রোগীর সাক্ষাতে

রাখিবে, রোগী এক ধেয়ানে পানির দিকে নজর করিয়া থাকিবে, নিজ রোগের অবস্থা জানিতে পারিবে। কাফুর (কর্পূর) মাটীর উপরে রাখিয়া জ্বালাইবে, উহার উপর মাটির সরা ধরিলে, কালী হইবে উহার সহিত আতর মিশাইয়া কালী বানাইবে।

১৮। কোন লোককে তাবেদার করার তদ্‌বীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

৪০ বার গোলাপ ফুলের উপর পড়িয়া ফুক দিয়া যাহাকে শুখাইবে, সে তাবেদার হইয়া যাইবে। সাবধান, ইহা নাজায়েজ স্থলে ব্যবহার করিবে না

১৯। কোন লোককে হাজির করার উপায়

(১) يا ودود ইয়া অদুদো ৪০ রাত্রে এক লক্ষ ২৫ হাজার বার পড়িলে, যাহাকে চাহিবে, সাক্ষাতে হাজির হইবে।

يَا هُوَ يَا مَنْ هُوَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ اِلَّا هُوَ

(২) সাড়ে সাত হাজার বার প্রত্যহ পড়িয়া ৪০ দিবস আমল করিলে, দুনইয়া ও আখেরাতের যে কোন মকছেদ হউক না কেন পূর্ণ হইবে, বা জ্বেন পরী মনুষ্য যাহা কিছু উদ্দেশ্যে হউক, তাহার নিকট হাজির হইবে। সাবধান,ইহা নাজায়েজ স্থলে ব্যবহার করিবে না।

২০। ফুলার তদ্‌বীর

(১) সোমবারের দিবসে যে কোন সময়ে আকন্দের শিকড় উঠাইয়া তিন রংএর সূতা দ্বারা দুই হাতের কব্জীতে বাঁধিয়া দিলে সর্বপ্রকার ফুলা আল্লাহ চাহেতে ভাল হইয়া যাইবে, কিন্তু অল্প ফুলা থাকিতে উহা শীঘ্র খুলিয়া ফেলিবে। নচেৎ শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া যাইবে।

(২) হাত মুখ, ফুলিলে বেল পাতার রস এক তোলা ও মরিচ চূর্ণ ছয় রতি সোনার পানিতে মিশাইয়া খাওয়াইবে।

২১। সূতিকা রোগের তদ্‌বীর

(১) একটি জীবন্ত শামুকের উপর আঘাত করিয়া অর্দ্ধ ভাঙ্গা হইলে, এক প্রকার সাদা পানি বাহির হয়, ঐ পানি একটি পাকা অনুপম কলার (মর্ত্তমান কলা, পেয়ারা কলা, মাণিক কলার) সহিত চটকাইয়া কলা পাতার উপর তিন

ভাগ করিয়া লইয়া রোগী পানির মধ্যে নামিয়া যাইবে। যখন পানিতে কণ্ঠনালী ডুবিয়া যাইবে তখন ১ভাগ খাইয়া উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিবে ও নাভী পানিতে আসিয়া ২য় ভাগ ঔষধ সেবন করিয়া উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে হাঁটু জাগিয়া গেলে ৩য় ভাগ ঔষধ সেবণ করিবে ও তথায় একটু পানি খাইবে। তৎপরে উপরে শুক্না জমিতে উঠিয়া কাপড় ছাড়িবে ও সেই দিবস দুধ দধি দিয়া ভাত খাইবে। লবণ, ঝাল ও হলুদ সেই দিবস খাইবে না। ইন্‌শাল্লাহ বহু দিনের সুতিকা নির্দোষ ভাবে আরোগ্য হইয়া যাইবে।

(২) আপাঙ্গের শিকড় লাল সুতা দিয়া ব্রহ্ম তালুতে ধারণ করিবে।

(৩) ৪৮ টি গোল মরিচ ও ৪৮টি পাকা চালিতার বীজ এক সঙ্গে বাটিয়া সাতটি বটিকা করিবে। প্রতি দিবস প্রাতে পানির সহিত এক একটি করিয়া বটিকা সেবন করিয়া তৎপরে কাঁচা দুগ্ধের দধি পান্তা ভাত সহ খাইলে সুতিকা রোগ আরোগ্য হয়।

(৪) ধ'নে বাটা ও পুঁইশাকের শিকড় এক তোলা বাটিয়া মাগুর বা কই মাছের ঝোলের সহিত পাক করিয়া ভাতের সহিত খাইবে। খাইতে খাইতে তিক্ত বোধ হইলে, আর খাইবে না, এক দিবসে উক্ত পীড়া আরোগ্য হইবে।

২২। পাগলের তদ্‌বীর

(১) যে পাগলের জিহ্বা কাল বর্ণ হয়, সে পাগলের আরোগ্য লাভ অসাধ্য। পাতির (মাদুর বুনিবার পাতির) মুখা থেঁতো করিয়া কিছু দিন ঘ্রাণ লইতে হয়। চাঁদের ২২ তারিখে ১১ পয়সার মিষ্টান্ন আল্লাহতায়ালার ওয়াস্তে খয়রাত করিয়া দিয়া ঐ থেঁতলান পাতি মুখার উপর ছুরা ইয়াছিনের তৃতীয় মোবিনের শেষ-

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنَ ۚ اِنِّىْۤ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ☆

১১১ বার পড়িয়া দম করিয়া শুকিতে দিতে হয়। পাগল ১১ দিবসের মধ্যে নিরাময় হইয়া যাইবে।

(২) ৩ তোলা শ্বেত বেড়েলার মূলের ছাল ও দুই তোলা অর্দ্ধ কোটা, আপাং এর মূল দশ ছটাক দুধের সহিত পাক করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ঐ কাথ প্রত্যহ নিয়মিত মাত্রায় সকালে খালি পেটে ... ইহাতে উন্মাদ রোগ আরোগ্য হইবে।

(৩) শ্বেত ধুতুরার শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ গুড় ও ঘৃতের সহিত পান করাইলে, উন্মাদ আরোগ্য হয়।

(৪) একটি বোতলে পানি পূর্ণ করিয়া উহাতে কিছু মিছরি ও চারিটি রক্তজবা ফুল দিয়া ২৪ ঘণ্টা পানিতে কর্দ্দমে পুতিয়া রাখিয়া দৈনিক সেবন করিবে।

(৫) সিকি তোলা মিছরির সহিত দুই তোলা শুশনিশাকের রস কিম্বা সাদা কুমড়ার রস গুড়ের সহিত পান করিলে, উন্মাদ ভাল হয়।

২৩। গলার কাঁটা নামাইবার তদ্‌বীর

فَلَوْ لَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ

এই আয়াত পড়িয়া ঝাড়াইলে গলার কাঁটা নামিয়া যায়।

২৪। উই পোকা নিবারণের তদ্‌বীর

(১) লজ্জাবতীর গাছ, শিকড় ও পাতা মাটিতে ও ঘরে রাখিলে, উইপোকা নিবারণ হয়।

(২) আট সের পানির সহিত এক তোলা রস কর্পূর মিশাইয়া বাগানে বা ঘরের ভিতরে ঢালিয়া দিলে উহার উপদ্রব নিবারণ হয়। উহা বিষ সাবধানে ব্যবহার করিবে।

(৩) এক সের পানিতে এক পোয়া লবণ মিশাইয়া ঐ পানিতে বা তুতের পানি কিম্বা কেরোসিনের তৈল জমিতে ঢালিয়া দিলে, উইপেকা মরিয়া যায়।

২৫। আধকপালে মস্তকের বেদনার তদ্‌বীর

(১) ان الذين امنوا وعملوا الصّٰلحٰت লিখিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

(২) থানকুনির পাতা লবণের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে আধকপালে মাথা ধরা সারিয়া যায়।

২৬। মহব্বতের তা'বিজ

স্ত্রীলোকটি, তাঁহার মাতার নাম স্বামী ও তাহার মাতার নামের আবজাদ হিসাবে আদাদ (সংখ্যা)বাহির করিয়া যোগ করিয়া উহা হইতে ৩০ বাদ দিয়া চারি ভাগ করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পৃথক রাখিয়া ভাগ ফলকে নিম্নোক্ত নক্শার একের ঘরে লিখিবে, তৎপরে দুই সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৩ ঘরে অবশিষ্ট ১।২ কিম্বা ৩ যাহা থাকে তাহা বেশী করিবে। এই রূপ ১৬ ঘর পর্য্যন্ত এক এক সংখ্যা বেশী করিয়া স্ত্রীলোক পুরুষকে বাধ্য করিতে চাহিলে, স্ত্রীলোকটি

উহার হাতে বাঁধিবে, ইহার বিপরীত হইলে পুরুষের হাতে বাঁধিবে, সওয়া পাঁচ আনা পয়সা ছদকা আদায় করিয়া লইবে।

নক্সাটি নিম্নে লেখা হইল-

۱۱ ۲۳۵	۸ ۲۲۹	۱ ۲۱۵	۱۴ ۲۴۱
۲ ۲۱۷	۱۳ ۲۴۰	۱۲ ۲۳۷	۷ ۲۲۷
۱۶ ۲۴۳	۳ ۲۱۹	۶ ۲۲۵	۹ ۲۳۱
۵ ۲۲۳	۱۰ ۲۳۳	۱۵ ۲۴۲	۴ ۲۲۱

স্বামী আবদুল্লাহ, তাহার মাতার নাম আএশা, স্ত্রী, আমেনা, তাহার মাতার নাম রাবিয়া-

عبد الله নামের সংখ্যা ১১২

عایشه নামের সংখ্যা- ৩৯৬

امنه নামের সংখ্যা- ৯৬

ربیعه নামের সংখ্যা- ২৮৭

উহার যোগফল- ৮৯১

বিয়োগ- ৩০

ভাগ- ৪) ৮৬১ (২১৫

অবশিষ্ট-১

আবজাদের সংখ্যা নিম্নে লেখা গেল।

৫০	৪০	৩০	২০	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১
ن	م	ل	ک	ی	ط	ح	ز	و	ه	د	ج	ب	ا

১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	৫০০	৪০০	৩০০	২০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
غ	ظ	ض	ذ	خ	ث	ت	ش	ر	ق	ص	ف	ع	س

১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২
گ	ژ	ڑ	ڈ	ٹ	پ

ইহা মাওলানা আবুল ফেদা বোখারির বর্ণিত তাবিজ।

২৭। বাধকের ঔষধ

(১) ফুটের দানা — এক ছটাক।
গোক্ষুর — ”
বিড়ঙ্গ — ”
মৌরি — ”

২ সের পানিতে জ্বাল দিয়া আধ সের থাকিতে নামাইবে, উহা ছটাক পরিমাণ ৭ দিবস খাওয়াইবে।

(২) ওলট কম্বলের মুলের ছাল আধতোলা, সাতটি গোলমরিচের সহিত পিসিয়া হায়েজের ২।৩ দিবস পূর্ব্ব হইতে ২।৩ দিবস পর পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে, সমস্ত প্রকার বাধক বেদনা নির্ম্মুল হইয়া যায়।

(৩) দুই আনা শ্বেত কন্টিকারীর শীকড়ের সহিত আড়াইটা গোলমরিচ বাটীয়া হায়েজের তিন দিবস প্রাতে সেবন করিলে বাধক সারিয়া যায়।

(৪) কাল তুলশীর শিকড় একুশটা গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বাধক আরোগ্য হয়।

(৫) কলমী লতার ডাঁটা, পাতা ও মূল হইতে পানি মুছিয়া নির্জ্জলা বাটিয়া চিনির সহিত পান করিলে, বাধক বেদনা আরোগ্য হয়।

২৮। রক্তস্রাব

(১) গেরো মাটি ১ তোলা ছাঙ্গে জাহারাত ১ তোলা, মাজুফল ১ তোলা, কালা খয়ের ১ তোলা, ইহার গুড়ো সিকি তোলা পরিমাণ শীতল পানি সহ এক সপ্তাহ সেবন করিবে।

(২) চারিতোলা কদম ফুলের রস, এক তোলা মধুর সহিত সেবন করিলে, প্রসূতীর রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(৩) আধ ছটাক দুর্বার রস কিঞ্চিৎ পরিমাণ চিনির সহিত দিবসে তিনবার পান করিলে, স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত রক্তস্রাব অথবা রক্তদাস্ত আরোগ্য হয়।

২৯। রক্তপাত বন্ধ করার তদবীর

(১) দুর্ব্বাঘাস বেশী করিয়া বাটিয়া কাটাস্থানে লাগাইলে, রক্তপাত বন্ধ হয় ও কাটাস্থান জোড়া লাগিয়া যায়।

(২) কাটাস্থানে গাঁদা পাতা বাটিয়া কিম্বা বেগুনের পাতা কিম্বা পান চিবাইয়া বাঁধিয়া দিবে বা আপাং এর পাতা বাটিয়া লাগাইবে।

(৩) শিরা কাটিয়া রক্তপাত হইতে থাকিলে উক্ত স্থানে বরফ দিয়া ফিট কারী মিশ্রিত পানি সিঞ্চন করিবে।

৩০। অর্শ্ব রোগের তদ্বীর

মিঠা জীরা এক ছটাক, মৌরি এক ছটাক গোল মরিচ একটা চূর্ণ করিয়া তিন ভাগ করিয়া তিন জো'তে কচুর শাকের সঙ্গে পাক করিয়া খাইবে, বিনা ছাল উহা পাক করিবে।

উহার সঙ্গে তাবিজাত প্রথম ভাগের ৪১ নম্বর তদ্বীরের
তাবিজ ও দ্বিতীয় ভাগের ৫৬ নম্বর তাবিজ ব্যবহার করিতে দিবে। এক বৎসরের মধ্যে কাঁচা পেয়াজ ও মোরগের গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাকে 'জো' বলা হয়।

(২) শ্বেত মাকালের মূল কোমরে ধারণ করিলে, অশ্ব ভাল হয়।

(৩) কচি দুর্ব্বা ঘাস, পাপড়ী খয়ের, তামাকের পাতা, কলমীর ডোগা, তুঁতে ও নাটার বীজের শাস বিনা পানিতে বাটিয়া বলির উপর প্রলেপ দিলে, অর্শ্বের রক্তপাত, জ্বালা, যন্ত্রণা কট কটানি ও ঝনঝনানি সমস্তই ভাল হয়।

৩১। গরুর এসে রোগের তদ্বীর

ঠটে বা কাটালি কলায় সাতবার ছুরা ফাতেহা পড়িয়া গরুকে খাওয়াইবে।

৩২। শূল বেদনার তদ্বীর

(১) আকন্দের পাতার উপরের পৃষ্ঠে তৈল অথবা ঘৃত সিক্ত করিয়া বেদনাযুক্ত স্থানে রাখিয়া উহার উপর লবণের সেক দিলে শূলবেদনা, পার্শ্ব বেদনা ও নিউমোনিয়া উপকার হয়।

(২) হরিতকি চূর্ণ করিয়া চা-খড়ির সহিত প্রতিদিন খাইবে।

(৩) গরম দুধের সহিত চুনের পানি মিশাইয়া পান করিবে।

(৪) তেঁতুলের খোসা পোড়ান ছাই আন্দাজ ৫/৬ রতি লইয়া শীতল পানির সহিত সেবন করিবে।

(৫) হরিণের শিং ভষ্ম করতঃ তাহার ২/৩ রতি আন্দাজ লইয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিবে।

৩৩। প্রমেহ ও বহুমূত্রের তদ্‌বীর

(১) সন্ধ্যাকালে বটের আঠার দ্বারা একখানা বাতাসা সিক্ত করিয়া শিশিতে রাখিয়া দিবে, পরদিন সকালে উহা সেবন করিবে।

(২) কাঁচা দুধের সহিত বটের ঝুরি বাটিয়া পান করিলে, মেহ রোগ আরোগ্য হয়।

(৩) তিন রতি কর্পুর ও ৫ রতি কাবাব চিনি চূর্ণ একত্রে মিশাইয়া সেবন করিলে, সর্বপ্রকার মেহ ভাল হয়।

(৪) আধ তোলা চুনের পানি ২/৪ দিবস প্রাতে পান করিলে, খড়ি গোলা পানির মত প্রস্রাব ভাল হয়।

৩৪। শীঘ্র নেকাহা হইবার তদ্‌বীর

যাহার বিবাহের কোন পাত্র কিম্বা পাত্রী উপস্থিত না হয়, সে ব্যক্তি প্রত্যহ ফজরের নামাজের পর নিজ ডাহিন হাত বাম হাতের উপর রাখিয়া (ইয়া ফাত্তাহো) ৪০ বার পড়িবে। খোদা চাহেত ৪০ দিবস না যাইতেই তাহার বিবাহের পাত্র পাত্রী উপস্থিত হইবে।

৩৫। কারবারে লাভবান হওয়ার তদ্‌বীর

জুমার নামাজের পরে ৭০ বার নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িলে খোদা তাহাকে ধনবান করিবেন। দোকানদার লিখিয়া তাবিজ বানাইয়া সঙ্গে রাখিলে ব্যবসায়ে খুব ভাল হইবে।

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِىُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا فَعَّالُ لِمَا يُرِيْدُ

يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ بِطَاعَتِكَ عَنْ

مَعْصِيَتِكَ وَ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ☆

৩৬। বাড়ী ঘরের জ্বেনের আছর দূর হওয়ার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোওয়া কাগজে লিখিয়া ঘরের চারিদিকে লটকাইয়া দিবে, ইহাতে জ্বেন ও ভূতের আছর দূরীভূত হইবে, ইহা বহু বার পররীক্ষিত করা হইয়াছে।

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ـ يٰمعشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السمٰوٰت و الارض فانفذوا ط لا تنفذون الا بسلطٰن ج فباى اٰلاء ربكما تكذبان ہ يرسل عليكما شواظ من نار لا ونحاس فلا تنتصرٰن ج فباى اٰلاء ربكما تكذبان ـ الهى بحرمة يمليخا مكسلمينا كشفرطط اذ رفطيونس تبيونس يوانس بوس قطمير ـ انه من سليمٰن وانه بسم الله الرحمن الرحيم لا الا تعلوا على واتونى مسلمين بحق سليمان بن داؤد عليهما السلام و بحق اصف بن بر خياء ☆

৩৭। চুরি নিবারণের তদ্‌বীর

যে হাড়ী বা অন্য কোন মাটির পাত্র পোড়াইবার পর কখন ব্যবহার করা হয় নাই, উহার চারিখণ্ড চাঁড়া নিম্নলিখিত নিয়ম অনুযায়ী লিখিয়া বাটি বা ঘরের চারি কোণে দফন করিয়া রাখিলে, খোদা চাহেত সেই বাটির কোন বস্তু চুরি হইবে না।

পূর্ব দক্ষিণ কোণে وعند كل شدة দক্ষিণ পশ্চিম কোণে والله عدة উত্তর পশ্চিম কোণে حسبى الله و حده ও উত্তর পূর্ব্ব কোণে اليس الله بكاف عبده লিখিবে।

৩৮। স্বপ্নদোষ, বিছানায় প্রস্রাব ও রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় গোঙ্গার ন্যায় রোদন নিবারণ হওয়ার তদ্‌বীর।

লোকে স্বপ্নযোগ দেখিতে থাকে যে, একটি ভয়ঙ্কর বিকট মূর্ত্তি তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন সে গোঙ্গার ন্যায় চিৎকার করে, ইহাতে অনেক সময় গর্ভ নষ্ট হয়।

নিম্নোক্ত তাবিজ শুষ্ক কুলের (বরুই) পাতা কিম্বা ভোজ পাতায় লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে। এই তাবিজে এক হইতে শুরু করিয়া ক্রমশঃ নয় পর্য্যন্ত লিখিবে। ইহা বাম উরুতে বাঁধিবে শীঘ্র সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। ইহা পরীক্ষিত।

۴	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

৩৯। স্বপ্নদোষ নিবারণের তদ্‌বীর

যদি কাহারও সর্ব্বদা স্বপ্নদোষ বা অন্য প্রকার কুস্বপ্ন দেখে তবে উহা নিবারণের জন্য রাত্রে শুইবার সময় বিনা কালি অঙ্গুলী দ্বারা বুকের উপর الهى بحرمة عمر শব্দ লিখিয়া শুইয়া যাইবে যতবার জাগিবে, ততবার লিখিবে।

৪০। বাটী বন্ধের তদ্‌বীর

বাটী হইতে সকল প্রকার জ্বেন ভূতের আছর ও বালা দূর হইবার জন্য এই বন্ধটি বড় পরীক্ষিত। প্রথম লোহার ৪টি বড় পেরেক লইয়া প্রত্যেকটিতে ছুরা মোজাম্মেল তিনবার ও চেহেলকাল ৩ বার পড়িয়া দম করিবে। তৎপরে বাড়ীর এক কোণে দাঁড়াইয়া ছুরা মোজাম্মেল ৩ বার ও চেহেলকাফ ৩ বার পড়িবে। তৎপরে একজন আজান দিবে, অন্যজন একটি পেরেক সেই কোণে পুতিয়া দিবে। তৎপরে খুব জোরে আওয়াজ করিয়া سبحان الله و الحمد لله ولا

الله الا الله و الله اكبر বলিতে বলিতে দ্বিতীয় কোণে গিয়া প্রথম কোণের ন্যায় তদ্‌বীর করিবে, এইরূপ উক্ত দোওয়া পড়িতে পড়িতে শেষ দুই কোণে উল্লিখিত তদ্‌বীর করিবে। ইহাতে খোদা চাহেত ঐ বাটীর সকল প্রকার আছর বালা দুর হইবে।

৪১। বদনজর আছরের তদ্‌বীর

বদ নজর ও আছর হইবার জন্য নিম্নোক্ত তাবিজ ব্যবহার করিবে-

بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله
و الله خير الحافظين اعوذ بكلمات الله التا مات كلها من شر ما
خلق الله الشافى الله الكافى الله حافظ بسم الله الله الله ☆

নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়া পানিতে দম করিয়া পান করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِىْ بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِىْ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ
بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ
اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ اِنْ
يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ
يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۘ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ☆

৪২। স্ত্রী বা পলাতক ব্যক্তিকে হাজির করার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত নক্‌শাটি মেস্ক -জাফরান দ্বারা লিখিয়া কোন ভারি পাথরের নীচে চাপা দিয়া রাখিলে, খোদা চাহেত সেই স্ত্রী ও পলাতক ও ব্যক্তি শীঘ্রই

হাজির হইবে। নক্‌শার মধ্যে স্ত্রী ও পলাতকের নাম ও তাহার মাতার নাম লিখিব।

ফোলান স্থলে পলাতকের নাম ও ফোলানা স্থলে তাহার মাতার নাম কিম্বা ফোলানা স্থলে স্ত্রীর নাম ও পরে ফোলান স্থলে তাহার মাতার নাম লিখিবে।

৪৩। জাদু টোনা দফা হওয়ার তদ্‌বীর

জাদু বান করিলে বমি ও দাস্তের সঙ্গে বেশি পরিমাণ রক্ত বাহির হয়। রোগী ২/৩ ঘন্টা কালের মধ্যে মরিয়া যায়। কেহ মৃত্তিকার মুর্ত্তি বানাইয়া চৌরাস্তায় নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া সেই মুর্ত্তির বুকে তীর মারে, ইহাতে যাহার জন্য জাদু করিয়াছে তাহার নিজ কলিজা আহত হয়। কেহ মৎস্যের মধ্যে বানটোনা করিয়া পানিতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ইহাতে সেই মৎস্যটি ও জাদুগ্রস্ত লোকটি দূর্ব্বল ও শুষ্ক হইয়া কয়েক দিবসের মধ্যে মরিয়া যায়। কাগজ বা বৃক্ষের কাহারও ছবি আঁকিয়া উহার উপর বানটোনা করে। ইহাতে সে মরিয়া যায়। যদি কেহ সকল প্রকার জাদুটোনা ইহতে রক্ষা পাইতে চাহে, তবে প্রত্যহ ভোরে ও সন্ধ্যাকালে ৭ বার করিয়া আয়তুল কুরছি পড়িয়া নিজের শরীরে ফুক দিবে। যাহার উপর জাদু টোনা করা হইয়াছে তাহার দোষ নিবারণের জন্য কচু বা কলার পাতা, কিম্বা পাকছাপ পাত্রে নদীর পানি লইয়া। ام ابرموا امرا فانا مبرمون সাতবার পড়িয়া উহাতে ফুক দিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ দাস্ত বমি ও কলিজার বেদনা আরাম হইবে। তৎপরে জাদুটোনার আছর সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার জন্য একখানা ছুরি বা

লোহার কোন অস্ত্র হাতে লইয়া বিছমিল্লাহ সহ ছুরা ফাতেহা পড়িয়া মাটিতে রেখা টানিবে। আর যখন ছুরা শেষ হইবে, তখন বলিবে, অমুকের শরীরে জাদুটোনা যত প্রকার দোষ আছে, তৎসমস্ত এই ফাতেহা ছুরার অছিলাতে কাটিয়া নাশ করিয়া দেওয়া গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই রোগীর শরীর ইহতে সম্পূর্ণরূপে উহার আছর দূর হইয়া শরীর হালকা না হইবে, ততক্ষণ উক্ত প্রকার তদ্বীর করিবে, ইহা বড় উপকারী ও পরীক্ষিত।

৪৪। বেদনার আশ্চার্য্যজনক শীঘ্র ফল দায়ক পরীক্ষিত তদ্বীর

একখানা কাগজে يا سمعون শব্দ লিখিবে, কাহার মাথার বেদনার তদ্বীর করিতে গেলে, কুল (বরুই) গাছের উপর সেই কাগজ রাখিয়া লোহার পেরেখ দ্বারা يا হরফের উপর ঠুকিবে, অন্য কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি করিতেছ? উহাতে সে বলিবে, আমি অমুকের মাথার বেদনাতে পেরেক্ মারিতেছি। এইরূপ দাঁতের বেদনা দূর হওয়ার জন্য س হরফের উপর, গলার বেদনা দূর হওয়ার জন্য م হরফের উপর, চক্ষু বেদনার জন্য ع হরফের উপর, কর্ণ বেদনা দূর হওয়ার জন্য و হরফের উপর এবং আধমাথা বেদনা দূর হওয়ার জন্য ن হরফের উপর পেরেক ঠুকিবে, আর একজন জিজ্ঞাসা করিবে, সেই ব্যক্তি উক্ত প্রকার উত্তর দিবে।

৪৫। ইসলামে শত্রু কাফেরদিগের অনিষ্ট ইহতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

যে কাফের শত্রু ইসলাম ও মুসলমানদিগের ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে, তাহাকে দমন করা উদ্দেশ্যে বুধবার হইতে শুরু করিয়া ৩৬ কিমবা ৯ দিবস প্রত্যহ ফজরের ছুন্নত ও ফরজের মধ্যে একশত বার করিয়া নিম্নোক্ত দোওয়াটি পড়িবে, শত্রুর কোন অনিষ্ট হইতে দেখিলে,তদ্বীর ছাড়িয়া দিবে এবং ৯ দিবেসের বেশি করিবে না।

يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ اَنْتَ الَّذِىْ لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ يَا قَاهِرُ

৪৬। ছালাতে নারিয়ার উপকার

কোন দুরারোগ্য রোগ নিবারণ, কোন কঠিন বিপদ উদ্ধার বা নানা প্রকার মতলব পূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্যে ১ জন বা ৩/৪ জন লোক এক বৈঠকে ৪৪৪৪ বার নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া করিলে, অতি সত্বর মতলব পূর্ণ হইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَ سَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَ نَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ ☆

৪৭। খতমে তাছমিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم সওয়াল লক্ষ বার পড়িলে, সকল প্রকার কঠিন মতলব শীঘ্র পূর্ণ হইবে। ইহা অতি পরীক্ষিত তদ্‌বীর।

৪৮। খতমে তহলিল

لا اله الا الله সওয়াল লক্ষ বার পড়িলে, সকল প্রকার রোগ আরাম হয় ও সমুদয় আপাদ বিপদ দূরীভূত হয়। এক ব্যক্তি রোগীর নিকট বসিয়া এইরূপ ভাবে পড়িবে, সে যেন রোগী তাহা স্পষ্টভাবে শুনিতে পারে। খোদা চাহেত বিশ হাজার বার পড়িলেই আরামের ভাব দেখা যাইবে।

৪৯। নদী ভাঙ্গন বা এইরূপ বড় বড় বিপদ উদ্ধারের তদ্‌বীর

সওয়াল লক্ষ বার الله নাম কাগজে লিখিবে, সওয়াল লক্ষ ময়দার আটার গুলি বানাইয়া কাগজে লিখিত আল্লাহ্ শব্দগুলি কাটিয়া উক্ত আটার গুলির মধ্যে পুরিবে। গুলি বানাইবার সময় الله শব্দ মুখে পড়িবে। তৎপরে যে নদীতে মৎস্য সকল আছে তথায় ফেলিয়া দিবে।

যিনি আল্লাহ শব্দ লিখিবেন, যিনি উহা কাটিবেন, যিনি আটার দলা প্রস্তুত করিবেন, যিনি উহার মধ্যে পুরিবেন, সকলেই পাক বা ওজু থাকা দরকার, নচেৎ ক্ষতি হইবে। নিয়ম মত করিলে সমস্ত বিপদ উদ্ধার হইবে ও মতলব পূর্ণ হইবে।

৫০। হাঁপানী রোগের তদ্‌বীর

(১) তে-শিরা সিজ গাছের দুধ, বিষ, উহার নুতন গাছের উপরের বাকল দুর করিয়া ভিতরের মূলের ২/১ সের আপ্তরসের মধ্যে এক ছটাক ছোলা (চানাবুট) দুইদিন দুই রাত্র ভিজাইবার পরে ছায়াতে শুকাইবে। হাঁপানি রোগগ্রস্ত প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে ৫/৭ টি দানা চিবাইয়া খাইলে, খোদার ফজলে অল্প দিবসের মধ্যে এই রোগ আরাম হইবে।

(২) ।।০ আনা পরিমাণ ভেমরুলের বাসাকে ।০ আনা পরিমাণ সার চন্দন খোসার সহিত হোক্কার চিলুমে রাখিয়া টীকা কিম্বা ফাল অগ্নি কয়লা দ্বারা তামাকের ন্যায় কয়েক দিবস টানিলেই খোদার ফজলে হাঁপানি ভাল হইবে।

৫১। কাশ নিবারণের তদ্‌বীর

(১) যে কাশ রোগে লোক কাশিতে কাশিতে বমি করিয়া ফেলে, এই ঔষধ ব্যবহারে ঐ কাশ শীঘ্রই দুর হইয়া যায়। গোল মরিচ ৯ মাসা, পেঁপুল ৮ মাসা, ডালিমের বীজ ৩ তোলা এই তিন বস্তুকে গুড়া করিয়া তিন তোলা ইক্ষু গুড়ের সহিত মিলাইয়া ছোট কুল (বরুই) পরিমাণ বটি বানাইবে। আবশ্যক মত মুখে রাখিবে।

(২) বাদামের শ্বাস এক তোলা, রব্বেছ-ছুছ ১ তোলা, বাবুলের গাঁদ ১ তোলা ও শীলাজাত ১ তোলা, এই সমস্ত পিশিয়া মটর পরিমাণ বটি বানিবে। এই বটি মুখে রাখিয়া উহার লালা (লোয়া গিলিলে , যে প্রকার কাশ হউক না কেন শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।

৫২। কফ নিবারণের তদ্‌বীর

(১) অধিক পরিমাণ কফ বুকে জড়িত হইয়া কষ্টকর হইলে ।০ আনা ওজনের পোড়া তুতিয়াকে গোঁড়া লেবুর (জামিরের) রস সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইলে, সমস্ত পুরাতন ও তাজা কফ বাহির ইয়া যাইবে, কিন্তু শক্তিহীন বৃদ্ধাগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিবে না।

(২) যাহাদের বুকে কফ শুকাইয়া থাকে, কিম্বা কফের দরুন বুক সর্বদা ভারি থাকে, শুধু কাশিতে থাকে, কিছু বাহির হয় না, নিম্নো লিখিত ঔষধ চারি রাত্রে সেবনে সমস্ত দোষ নিবারণ হইবে।

মিশ্রি দুই ছটাক, কিশমিশ ১ ছটাক গোল মরিচ ১ তোলা শুঁঠ ১ তোলা, সাদা জিরা ১ তোলা, কালজিরা ১ তোলা, পেঁপুল ১ তোলা, মেথিদানা ১তোলা, উপরোক্ত সকল বস্তু ধুইয়া রৌদ্রে ভালরূপে শুকাইয়া সমস্ত মিলাইয়া ৪ ভাগ করিয়া ৪ টা পুটুলী বানাইবে। রাত্রে শুইবার পূর্বে এক পুটুলীর ঔষধ দেড় সের পানির মধ্যে জোশ দিয়া এক পোওয়া পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া ঐ পানি খাইয়া শুইয়া থাকিবে। এইরূপ চারি রাত্রে চারী পুটুলী ব্যবহার করিবে।

(৩) যে সকল লোকের গলার মধ্যে কফের হড় হড় শব্দ শুনা যায় এবং তাহাদের আওয়াজ পরিষ্কার ভাবে বাহির হয় না, উহার আরোগ্যের সহজ উপায় এই যে, নূতন মাস কলাইর ডালকে হোক্কায় সাজিয়ে অগ্নি দ্বারা তামাকের ন্যায় টানিবে খোদার ফজলে কিছু দিবস পর কফ বাহির হইয়া আরোগ্য হইবে।

৫৩। ক্রিমির তদ্‌বীর

বিড়িঙ্গের শাঁস ৩ তোলা, খোরমা ৩ তোলা, আখরুটের শাঁস ৩ তোলা, এই সমস্তকে ভালরূপে পিষিয়া মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। রাত্রে শুইবার সময় উহা হইতে ১ তোলা পরিমাণ কিঞ্চিৎ চিনির সহিত খাইবে, ইহাতে সমস্ত প্রকার ক্রিমি নিবারণ হইবে।

৫৪। পোড়ার জ্বলন নিবারণ

তিন মাসা কর্পূর ডিমের সাদা লালার সহিত মিশাইয়া লাগান মাত্র পোড়ার জ্বলন বন্ধ হইবে।

৫৫। রক্ত প্রস্রাব নিবারণ

যাহাদের প্রস্রাব রক্ত রঙ্গের কিম্বা জ্বালা পোড়ার সহিত হয়, উহা নিবারণের সহজ উপায় এই অধিক খাটা (টক) আম গাছের ছালকে তামাকের ন্যায় বাটিয়া রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে ছাকিয়া পোয়া কি দেড় পোয়া পরিমাণ খাইলে, তিন দিবসেই প্রস্রাব পরিস্কার হইয়া যাইবে।

৫৬। মুখ দিয়া রক্ত উঠা নিবারণ

(১) যাহাদের যক্ষা ও অন্যান্য কারণে থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠে, কিম্বা সর্বদা শুষ্ক কাশে কষ্টভোগ করে, ইহার আরোগ্যের সহজ উপায় এই-এক তোলা পরিমাণ লাউর দানার শ্বাসকে কিঞ্চিৎ মিশ্রির সহিত পিষিয়া খাইয়া এক পোয়া পরিমাণ কাঁচা বকরির দুধ পান করিবে, এইরূপ চারি সপ্তাহ ব্যবহার করিলে, যথেষ্ট হইবে।

(২) শুষ্ক কাশের সহিত রক্ত বাহির হইলে, কুমারিয়া পোকার মাটির বাসাকে চারি কিম্বা পাঁচটি গোল মরিচ যোগে ভালরূপে পিষিয়া তিন ভাগ করিয়া তিনটি পুরিয়া বানাইয়া তিন দিবস প্রাতে এক এক পুরিয়া শীতল পানি সহ খাইবে, খোদার ফজলে রক্ত উঠা বন্ধ হইবে।

৫৭। দাঁত শুলানীর ঔষধ

(১) রসুন অৰ্দ্ধ ভাজা করিয়া কিঞ্চিৎ মাত্র পিষিয়া দাঁতের গোড়ায় লাগাইবে।

(২) গোল মরিচ, ভাল তেজ সাদা (তামাকের পাতা) ও লবণ সমান ওজনে একত্রে পিশিয়া শূলানী স্থানে মালিশ করিলে, শুলানীর কষ্ট অপেক্ষা চতুর্গুণে সুখ বোধ করিবে।

৫৮। নড়া দাঁত বসাইবার উপায়

(১) শঙ্খকে জ্বালাইয়া গুড়া করিয়া ঐ পরিমাণ বিন্নি চাউলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মেছওয়াক করিলে দাঁত বসিয়া যায়।

(২) কাঁচা তুতিয়া ।০ আনা, মগিকত (খয়ের) ।০ চারি আনা ও ফিটকারী ।০ আনা এই সমস্তকে শুকাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গুড়া করিয়া সমস্ত একত্রে পিষিয়া রাখিবে, রাত্রে শুইবার সময় একবার দাঁতে মালিশ করিয়া কিছু সময় মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। লালাতে মুখ ভরিয়া গেলে, ফেলিয়া দিয়া আর একবার মালিশ করিবে। সেই সময় কুল্লি করার আবশ্যক হইলে গরম পানিতে কুল্লি করিবে।

৫৯। কর্ণ রোগ

যে ব্যক্তি কান ভার হওয়ার জন্য ভালরূপে শুনে না কিম্বা মাত্রই শুনিতে না পায়, উহার ঔষধ এই- সোরাকে পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩/৪ ফোটা করিয়া ৩/৪ দিবস কানের ভিতর প্রবেশ করাইলে, খোদার ফজলে আরোগ্য হইবে।

৬০। অৰ্দ্ধ মাথার বেদনা নিবারণ

জাফেরাণ ৪ মাসা,আফিং ৬ মাসা গোলাপ পানি দ্বারা পিশিয়া কাগজে লাগাইয়া বেদনা স্থলে লেপন করিবে, তিন চারি মিনিটে উহা নিবারণ হইবে।

৬১। নাকের রক্ত নিবারণ

(১) ইছফগুল ভিজাইয়া কিম্বা মেথি পিষিয়া কাপড়ে জড়াইয়া সেই কাপড় দিয়া ৩/৪ দিবস কপালে পটি বাঁধিলে, খোদার ফজলে নাক হইতে রক্ত পড়া নিবারণ হইবে।

(২) ঝিনুক পোড়া গুড়া ছিরকার সহিত মিশ্রিত করিয়া টাকার ন্যায় কপালে লাগাইলে, নাকের রক্ত পড়া নিবারণ হইবে।

৬২। শ্বেতকুষ্ঠের (ধবলের) তদ্‌বীর

(১) ছটাক পরিমাণ গেরোমাটিকে ৫ দিকস আদার রস পিষিয়া মটর পরিমাণ বটী বানাইয়া রাখিবে।

প্রত্যহ এই এক বটি আদার রসে মিশ্রিত করিয়া শ্বেত কুষ্ঠ রোগের স্থলে মালিশ করিলে, খোদার ফজলে কিছু দিবসের মধ্যে ঐ দাগ মিশিয়া যাইবে।

(২) /০ এক আনা পরিমাণ কাঁচা সোনা খুব গরম ভাতের মধ্যে দিলে, নরম হইয়া যাইবে। ঐ ভাত বিনা লবণ তিন বেলা খাইলে, খোদার ফজলে ঐ রোগ বৃদ্ধি পাইবে না।

৬৩। দাদের ঔষধ

মেহেদী পাতার সহিত সাবানকে খুব ভালোরূপে পিষিয়া দাদ চুলকাইয়া গরম পানি দ্বারা ছাপ করার পর ঐ মেহেদী তিন দিবস লাগাইলে সে স্থলে আর দাদ জন্মিবে না।

৬৪। কাঁটা কিম্বা লৌহ মাংসের মধ্য হইতে বাহির করার নিয়ম

ঝিনুক কিম্বা শামুকের কাঁচা মাংস ঐ স্থানে লাগাইলে শীঘ্রই বাহির হইয়া যাইবে।

৬৫। স্বপ্নদোষ নিবারণের তদ্‌বীর

এক তোলা মেথীকে রাত্রে ভিজাইয়া সকালে এক মুষ্টি আতপ চাউলের সঙ্গে উভয় গলিয়া যাইবার পরিমাণ পানি দিয়া জোশ দিতে থাকিবে। উভয়টি গলিবার পরে মিঠা হওয়ার পরিমাণ মিশ্রি উহাতে দিয়া নামাইয়া খাইবে। তিন সপ্তাহ খাইলে, স্বপ্নদোষ নিবারণ হইয়া শক্তি বৃদ্ধি ও শরীর মোটা তাজা হইবে।

(২) কিছু দিবস প্রাতে চারি আনা পরিমাণ কাবাব চিনি খাইলে, স্বপ্নদোষ ভাল হইয়া যায়।

৬৬। শরীর হইতে কাঁচা বা জারিত পারা বাহির করার ঔষধ

একটি চারা মিন গাছের মূলসহ উঠাইয়া লইয়া তামাকের ন্যায় কুচি কুচি করিয়া কাটিবে। তৎপরে উহা ১৬ সের পানির মধ্যে রাখিয়া ভালরূপ জোশ দিয়া চারি সের পানি থাকিতে নামাইবে। সকালে পেয়ালা বা গ্লাসে লইয়া যে

পরিমাণ একেবারে খাইতে পারে, খাইবে। আধঘণ্টা অন্তর ঐ পরিমাণ পানি সমস্ত দিন ভরিয়া খাইতে থাকিবে। সে দিবস অন্য কোন দ্রব্য খাইবে না। ঐ পানি খাওয়ার পরে প্রস্রাব হওয়া আরম্ভ হইবে। সমস্ত পারা বাহির হইয়া যাইবে।

৬৭। গাঁটিয়া বাতে হাত পা অবাশ হওয়ার ঔষধ

ধুত্রার জড়ের রস ১ ছটাক, ভাইটের জড়ের রস ১ ছটাক, ছাগলের দধি দুই আনা, গোল মরিচ পিষিয়া ঐ তিনটি জিনিষের সঙ্গে মিলাইয়া খাওয়াইবে। খাওয়ার পরে রোগীকে দুই জনে ধরিয়া খুব হাটাইবে। ভালরূপ ঘর্ম্ম বাহির হইলে,, গরম মসল্লা দ্বারা কবুতর কিম্বা মৎস্যের ঝোল প্রস্তুত করিয়া ঐ ঝোল দ্বারা গরম ভাত খাওয়াইবে। তৎপরের লেপ গায়ে দিয়া শোয়াইয়া রাখিবে।

৬৮। গুল্ম বা নাভীর নীচে জমাট রক্তের ঔষধ

তিন চাঁদে তিনটি কবুতর নিম্নোলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিয়া খাইলে, খোদার ফজলে ঐ রোগ আরোগ্য হয়। একটি জবাহ করা কবুতরের মাংস ৯/১০ খণ্ড করিয়া ২।।০ আড়াই তোলা গোল মরিচ, আড়াই তোলা সাদা জিরা পিষিয়া, অর্দ্ধ ছটাক আদা ও গো আদার (শুঠীর) রস ও অর্দ্ধ তোলা ধনিয়া পিষিয়া এই সমুদয়কে ঐ পরিমাণ পানির মধ্যে জোশ দিবে যেন মাংস গলিয়া যায় এবং জোশগুলি গাঢ় হয়। উহা নামাইয়া শীতল হইলে ভাতের সঙ্গে কিম্বা শুধু একেবারে কিম্বা দুইবারে সমস্ত খাইবে।

৬৯। মুখে ক্ষত

মগি খয়ের, ডুতীয় ও কটু সমস্ত ওজন লইয়া খুব পিষিয়া কাপড়ে ছাকিয়া রাখিবে, আবশ্যক মত ওই চূর্ণ মুখের ক্ষতে লাগাইলে, বিনা যন্ত্রণায় উহা শীঘ্রই আরোগ্য হইবে।

৭০। আমাশয়

(১) ডালিম খোসা শুদ্ধ ছেঁচিয়া লইয়া উহার রস ছাগী দুগ্ধের সহিত খাওয়াইবে।

(২) চারি আনা পেয়ারা কচি পাতা এক ছটাক গরম দুধের সহিত বাটিয়া প্রাতে ও বৈকালে দুইবার করিয়া তিন দিবস খাওয়াইবে।

(৩) কচি জাম পাতার রস ও আমরুল শাকের রস এক তোলা একত্রে সেবন করিবে।

৭১। রক্তামাশয়

(১) কচি জামপাতা, কচি ডালিমের পাতা ও কচি তেঁতুলের পাতা প্রতেক্যটি এক এক তোলা ও সিকি তোলা সাদা জিরা আধসের পানিতে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক ছটাক পান করিবে।

(২) আতপ চাউলের ধোয়া পানির সহিত কাঁটানটের শিকড়ের রস পান করিবে।

৭২। অৰ্দ্ধাঙ্গ অবশ ও মুখ বাঁকার ঔষধ

এরেণ্ডা (ভেণ্ডা) গাছের শুকনা পাকা গোটার (ফলের) পোয়া পরিমাণ শাঁস খোসা সহ কিঞ্চিৎ মাত্র চূর্ণ করিয়া এক সের পরিমাণ তিল তৈলের মধ্যে অগ্নির উত্তাপে আধ পোয়া থাকিতে ছাকিয়া লইবে, ঐ তেল কিছু দিবস মালিশ করিলে এই রোগ আরোগ্য হইবে।

৭৩। সুতিকা

(১) যে সকল স্ত্রীলোক সন্তান হওয়ার পর সুতিকা দোষে ফুলিয়া যায়, কম্বা স্ত্রী -পুরুষের শোঁত রোগ হয়, তাহা নিবারণের জন্য তিনটি চারিটি ভাল লাল মরিচকে দানাসহ ভালরূপে পিষিয়া চন্দন ঘসার ন্যায় করিবে, ঐ পিশা মরিচকে একটি সরার পেটে পাতলা ভাবে লেপিয়া ভাল কয়লার তাপের উপরে উল্টাভাবে রাখিয়া খুব শুকাইবার পর ঝিনুক কিম্বা ছুরি দ্বারা চাছিয়া উঠাইয়া ঐ মরিচ গরম ভাতের সঙ্গে খাইবে, এই প্রকার ৩/৪ দিবস করাই যথেষ্ট।

(২) ধনে বাটা ও পুঁইশাকের শিকড় এক তোলা বাটিয়া মাগুর বা কই মাছের ঝোলের সহিত পাক করিয়া ভাতের সহিত খাইবে। যখন খাইতে খাইতে তিক্তত বোধ হইবে, তখন খাওয়া পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে এক দিবসে ঐ রোগ আরোগ্য হইবে।

৭৪। কানের পুঁজ, ব্যথা ও পানি পড়া নিবারণ

ইস্পাত লোহাকে ছিরকাতে ভাল রূপে জোষ দেওয়ার পরে ঐ ছিরকা কানে দিলে, শীঘ্রই উহা নিবারণ হয়।

৭৫। তোতলা ভাব নিবারণ

তিন চার সপ্তাহ আকরকোরার গুঁড় সকালে জিহ্বায় মালিশ করিলে, উহা আরাম হয়।

৭৬। পালা জ্বরের ঔষধ

(১) তেলাকচুর ৬/৭ টি পাতা হাতে ডলিয়া জ্বর আসিবার পূর্ব্বে কাপড়ের কোণে বাঁধিয়া শুঁকিলে, এক দিবস দুই দিবস অন্তরের জ্বর ভাল হয়।

(২) আফুলো কুল গাছের শিকড় বাম হাতে বাঁধিয়া রাখিলে এক দিবস অন্তরের জ্বর ভাল হয়।

৭৭। কান কামড়ান ও দাঁতের ব্যথা ও পোকা নিবারণ

নরম মাটীর ভাইট গাছের সূতার ন্যায় শিকড় খুড়িয়া বা টানিয়া তুলিবে, পরে উহার অগ্রভাগে নাক হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইবে, ইহাতে মাথা, চুল, কর্ণ ও দাঁতের ব্যথা ও পোকা নিবারণ হইবে। এই শিকড়ের রস কানে দিলে, কানের পোকা বাহির হইয়া ব্যথা নিবারণ করিবে।

৭৮। মূত্র নালীর দোষ নিবারণ

(১) ছানার পানি ছাকিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ ভাল মধুর সহিত সেবন করিলে, পুরুষাঙ্গ নালীর ক্ষত, মুত্রনালী জ্বলন, প্রস্রাব বেশি ও শীঘ্র বীর্যপাত হওয়া নিবারণ হয়।

(২) ২ রতি অর্দ্ধ পোড়া ফিটকারী চিনির সহিত সকালে খাইলে, প্রস্রাব দ্বারা সমস্ত দোষ বাহির হইয়া মুত্র- নালীর জ্বালা, পোড়া মণি -পানি বাহির হওয়া নিবারণ হইবে।

(৩) তেঁতুল দানার গুড়া ১ তোলা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিলাইয়া ৪০ দিবস সকালে খাইলে, মুত্রনালীর যত প্রকার দোষ আছে, তাহা নিবারণ করিয়া বীর্য এরূপ গাঢ় করিবে যে, শীঘ্র বীর্য পাত হইবে না, যে সকল স্ত্রীলোকের শরমগাহ হইতে পানি পড়ে, কিম্বা ঢিলা হইয়া গিয়া থাকে, উক্ত গুড়া তিন দিবস উহার ভিতর রাখিবে, সমস্ত দোষ নিবারণ হইয়া কুমারী কন্যার ন্যায় হইবে।

(৪) তেঁতুলের কচি পাতা কিঞ্চিৎ পানিযোগে পিষিয়া ছটাক পরিমাণ ছাকিয়া লইয়া ইক্ষু গুড়সহ খাইবে, এইরূপ ২১ দিবস ব্যবহার করিলে, মুত্রনালী জখম, জ্বালা পোড়া, রক্ত ও পুঁজ পড়া নিবারণ হইবে।

৭৯। কোমর বেদনার ঔষধ

(১) থানকুনির পাতা লবণের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(২) পেঁপুলের জড়ের ছাল শুকাইয়া এক তোলা পরিমাণ কাপড়ে ছাকা গুড়া ১ তোলা চিনির সঙ্গে মিলাইয়া ২১ কিম্বা ৪০ দিবস খাইলে কোমরের বেদনা নিবারণ হয়।

৮০। বাঁকা কোমর সোজা হইবার উপায়

যাহাদের কোমর ও বাতের দোষে বাঁকা হইয়া যায়, সর্ব্বদা ব্যথিত অবস্থায় থাকে, তাহাদের মহৌষধ এই - জবাফুল মোরগীর ডিমের তৈলে ভিজাইয়া হাতের তালুতে ঢালিয়া কোমরে কিছু দিবস মালিশ করিলেই খোদার ফজলে সোজা হইয়া যাইবে। ঐ তৈল বাহির করার নিয়ম- ৪০- টি কিম্বা কিছু কম ডিমের কুসুম তাওয়ায় রাখিয়া সহজ অগ্নি দ্বারা পোড়ার ন্যায় করিয়া তাওয়াতে বাঁকা ভাবে রাখিয়া চাপ দিলেই তৈল বাহির হইবে। ১০টি ডিমের কুসুম হইলে, তৎসঙ্গে কিছু সরিসার তৈল যোগ না করিলে, তৈল বাহির হয় না, দশটার বেশি হইলে, সরিসার তৈল যোগ করার আবশ্যক হয় না।

৮১। চক্ষুর রোগের ঔষধ

ডিমের ছফেদির সঙ্গে কিছু পরিমাণ ফিটকারীর গুড়া চক্ষে দিলে তিন চারিবার ব্যবহারে চক্ষের ব্যথা, লাল হওয়া, জ্বালা পোড়া ও পানি বাহির হওয়া আরোগ্য হইবে।

৮২। অর্শের ঔষধ

২ তোলা আমসত্ব রাত্রে পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সকালে পানিটুকু খাইবে এবং দিনে ২/৩ বার সরিষার তৈল মলদ্বারে মালিশ করিবে।

৮৩। পিত্ত দমন

প্রত্যহ দুইতোলা সিঙ্গাড়ার (পানিফলের) গুড়া চিনির সহিত ৪০ দিবস খাইলে, পিত্ত দমন হয়, বীর্য্যগাঢ় করে, শীঘ্র বীর্য্যপাত নিবারণ করে ও শরীর মোটা করে।

৮৪। মস্তকের সমস্ত দুষিত বস্তু বাহির করার তদ্‌বীর

লাল কাল কুঁচের (রক্তিদানা) উপরের খোষা ছাড়াইয়া ঔষধ পিষিবার শীলে ফোটা পানি দিয়া ঘষিতে থাকিবে। সমস্ত দানাটি ঘষা শেষ হইলে ঐ পানিগুলি

ঝিনুক কিম্বা অন্য কিছুতে লইয়া নস্যের ন্যায় টানিয়া মস্তকে উঠাইবে। মস্তকের যাবতীয় দূষিত দ্রব্য তিন দিবসে বাহির হইয়া যাইবে। মস্তকের এক প্রকার চাট আছে, উহা বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে শির কান ও দন্তের বেদনা নিবারণ হয়। এই দানার আশ্চার্য্যজনক গুণ এই যে কোন স্ত্রীলোক ইহার যে কয়টি দানা খাইবে, সেই কয়েক বৎসর গর্ভবতী হইবে না, কিন্তু চারি পাঁচটি দানার অধিক না খাওয়া চাই।

৮৫। হজমী গুলী

(১) জঙ্গি হরিতকি এক পোয়া ভাল ঘৃত কিঞ্চিৎ মাত্র ভাজিয়া গুড়া করিয়া লইবে। তৎপরে এক ছটাক বিটলবণের গুড়া তৎসঙ্গে মিশ্রিত করিবে, রাত্রে শয়নকালে সেবন করিবে, ইহাতে পিত্ত নাশ হয়, পেটের অগ্নি বৃদ্ধি হয়, মন্দাজ্বর প্লীহা ও হাপানী ভাল হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

(২) জবাক্ষর দুই আনা, সোহাগা দুই আনা, পিপুল দুই আনা ত্রিফলার প্রত্যেকটি এক এক তোলা সমস্তকে পিষিয়া কুলের ন্যায় বটিকা বানাইয়া আবশ্যকমত গরম পানি সহ সিবন করিবে।

৮৬। কোষ্ঠ পরিষ্কারক মাজুন

সোনামুখী এক ছটাক, মৌরি এক ছটাক ও শুঠ আধ ছটাক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গুড়া করিয়া একত্র করতঃ তৎসমুদয়ের পরিমাণ চিনি কিম্বা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিবে, রাত্রে শুইবার সময় এক তোলা পরিমাণ খাইবে, ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার, রক্ত পরিষ্কার, মন্দাজ্বর ও প্লীহা নিবারণ হয়।

৮৭। ধ্বজভঙ্গের পরীক্ষিত ঔষধ

১। মুরগির ডিমের ছফেদি ও জরতি (কুসুম ও লাল) একটি পেয়ালায় লইয়া ঐ ডিমের খোলা পরিমাণ ভাল মধু, ঘৃত ও ছোট পেয়াজের রস পিষিয়া ঐ পেয়ালাতে লইয়া একটি চামচ দ্বারা সমস্তকে ভালরূপ নাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। তৎপরে উহা একটি পাত্রে রাখিয়া সহজ জ্বাল দ্বারা হালুয়ার ন্যায় বানাইয়া সকালে খাইবে। এই প্রকার ৪০ দিবস খাইবে।

২। অদ্ধ ছটাক কাঁচা মরিচ মাস কলাইয়ের গুঁড়া, অর্দ্ধসের কিম্বা তিন পোয়া গাভী দুগ্ধে মিশাইয়া সহজ অগ্নি তাপে গরম করিবে, কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া

আসিলে, মিষ্ট হয় এই পরিমাণ মিশ্রিত ও ।০ আনা পরিমাণ গন্ধবেরোজা ঐ দুগ্ধে দিয়া সহজ উত্তাপে ঐ প্রকার করিবে যে, কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইলে, যেন হালুয়ার ন্যায় হইয়া যায়। তৎপরে উনান হইতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিয়া খাইবে, নুন্যকল্পে ২১ দিন খাওয়া আবশ্যক। ইহাতে দেরিতে বীর্য্যপাত হইবে, মুত্রনালীর জ্বালা, পোড়া পুঁজে ধাত ও ধ্বজভঙ্গ নিবারণ হইবে। (গন্ধবেরোজা আঠাল দ্রব্য, প লাশীর দোকানে পাওয়া যায়)।

৩। একটি নর চড়াই পক্ষীকে জবেহ করিয়া তাহার পালক ও পেটের ভিতরের ময়লাদি সাফ করিয়া, ২টি এলাচি ২ টি লবঙ্গ ৩ মাসা দারুচিনি খুব পিষিয়া ছোট বাটইয়ালা গাছের পাতা শিকড়, ফুল, ছাল ও গোটা এই পাঁচ অংশের পাঁচ আনা পরিমাণ লইয়া খুব পিষিবে। এই পিষা জিনিষগুলি চড়াই পক্ষীর পেটে ভরিয়া সূতা দিয়া সেলাই করিবে। তৎপরে গাভী ঘৃত দ্বারা খুব ভাজিয়া সেই ভাজা পক্ষীকে পিষিয়া ৯টি বটি বানাইবে। ৩ দিবস সকালে ৩টা বটি গিলিয়া খাইবে। অবস্থানুযায়ী বেশী খাওয়া যায়।

৮৮। তেলা

এক টুকরা পুরাতন কাপড় আকন্দের দুগ্ধে তিনবার ভিজাইয়া তিনবার শুকাইবে। তৎপরে গব্য ঘৃতে ভিজাইয়া তন্মধ্যে কিছু পরিমাণ তবকি হরিতালের গুড়া ছিটাইয়া দিয়া লোহার শিকের সঙ্গে বাতির ন্যায় একদিকে জড়াইবে। শিকের অন্যদিকে হস্তে ধরিয়া একটি চেরাগের নীচে একটি পেয়ালা রাখিয়া ঐ বাতিটাকে চেরাগে জ্বালাইবে। যে পরিমাণ ঘৃত বাতি হইতে পেয়ালায় পেয়ালা পড়িবে, উহা শিশিতে রাখিবে। রাত্রে পুরুষাঙ্গের মাথা বাদ দিয়া মালিশ করিয়া ভোজ পত্র কিম্বা পান জড়াইয়া বাঁধিবে এইরূপ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে পুরুষাঙ্গ শক্ত মোটা ও লম্বা হইবে।

২। আকন্দের দুধ ।০ আনা, তেশিরা দুধ ।০ আনা, সেড়া সিজের দুধ ।০ আনা ধুতরার দানার গুড়া ।।০ আনা ও গাভী ঘৃত দুই তোলা, ঘৃতকে অগ্নিতে গলাইয়া উক্ত তিন প্রকার দুধ তাহাতে দিয়া মিশ্রিত করিবে। তৎপরে ধুতরার দানা গুড়া উহাতে যোগ করিবে, সমস্ত যোগ দিয়া একত্র হওয়ার পর অগ্নি হইতে নামাইয়া কোন পাত্রে রাখিয়া দিবে। রাত্রে শুইবার সময় কিঞ্চিৎ মাত্র একটি পানে লেপিয়া ও পানটি পুরুষাঙ্গে সুপারি বাদ দিয়া জড়াইয়া তাহার উপর কাপড় দ্বারা সহজ

বাঁধ দিবে। সকালে খুলিয়া গরম পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। তাহাতে ঠোলা ফুসকুড়ি বাহির হওয়ার আকাঙ্খা হইলে, ৪/৫ দিন পর ব্যবহার করিবে।

৩। আকন্দের দুধ এক তোলা, তেশিরা সিজের দুধ এক তোলা, ভাল মধু ১ তোলা, খালেছ গব্য ঘৃত ৩ তোলা, এই সমস্ত কে একত্র করিয়া চারি প্রহর খল করিয়া শিশিতে রাখিবে। রাত্রে সুপারি ও ধারের শিরা বাদ দিয়া কেবল পুরুষাঙ্গে মালিশ গরম পানি দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। যদি কোন বিচির ন্যায় দেখা যায় কিম্বা চুলকান জ্বালা পোড়া হয়, তবে দিবসে উহাতে ভাল ঘৃত কিম্বা মাখন মালিশ করিবে।

৮৯। বীর্য্যস্তম্ভনে (এমছাক) ঔষধ

১। তেঁতুল দানার শাশের কাপড় ছাকা গুড়া দুই তোলা, ৪ তোলা ইক্ষু গুড়ের সঙ্গে ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া বড় ছোলা (চানা বুট) পরিমাণ বটী বানাইয়া রাখিবে। শয়নের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে দুই বটি গিলিয়া খাইবে।

২। অশ্বগন্ধা ১ তোলা, বীজ বান্দ ১ তোলা, তেঁতুল দানার শাস ১ তোলা, শুঠ ১ তোলা,চিনি ।।০ তোলা চিনি অভাবে ভাল ইক্ষ গুড়, বিন্নি চাউলের পোড়া ছাই ১।।০ তোলা "ভাবনা" ঘৃত কমলের রস বটি এক আনা পরিমাণ সকালে একটি বটি এক তোলা তিলের শ্বাসকে মিশ্রির সঙ্গে পিষিয়া মাখন কিম্বা দুধের সহযোগে খাইবে। সহবাসের দুই ঘণ্টা পূর্বে একটি বটি ঠাণ্ডা পানির দ্বারা খাইবে, ইহাতে বীর্য্যস্তম্ভন হইবে।

৩। যাহাদের পৈত্তিকের নাড়ী তাহাদের জন্য একটি বীর্য্যস্তম্ভন অতি উপকারী ও পরীক্ষিত ঔষধ-এক তোলা ইসফগোলে, আধসের গাভীর দুধ, মিষ্ট হয় এইরূপ পরিমাণ মিশ্রিসহ জ্বাল দিয়া গাঢ় করিয়া নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে খাইবে। ৪০ দিবস কম পক্ষে ২১ দিন খাইবে।

৪। ৭/৮ টি কাবাব চিনি চিবাইয়া মুখের লালা পুরুষাঙ্গে মালিশ করিয়া সঙ্গম করিলে, দেরিতে বীর্য্যপাত হইবে এবং স্ত্রী পুরুষ নূতন সুখ সম্ভোগ করিবে।

৫। স্ত্রীলোকের চুল আচড়াইলে যে চুল ছিঁড়িয়া যায়, সেই চুল পোড়া ছাইকে থুথুর সহিত মিশ্রিত করিয়া স্ত্রী সঙ্গম করিলে, ঐ স্ত্রী সেই পুরুষের জন্য সর্বদা অস্থির থাকিবে

৬। লজ্জাবতী গাছের মূল ছাগলের দুধের সহিত পিষিয়া পায়ের তালুতে মালিশ করিয়া সহবাস করিলে, ইচ্ছামত দেরীতে বীর্য্যপাত হইবে।

৯০। যোনী ছোট করা

ডিমের খোলার ভিতরে যে একটি পাৎলা পাল্লা (পরদা) আছে, উহা ভালরূপ পিষিয়া কবুতরের রক্তের সহিত ভালরূপ মিশ্রিত করিয়া তুলা কিম্বা মখমল কাপড় দ্বারা গুপ্তস্থানে ২/৩ দিবস রাখিলেই উহা ছোট হইয়া যাইবে।

৯১। শীত ঘা

।।০ আনা মেটে সিন্দুরকে ।০ আনা পোড়া তুতিয়ার সঙ্গে ভালরূপ পিষিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় কিছু পরিমাণ জিহ্বাতে রাখিলেই বিনা ক্লেশে লালা বাহির হইয়া উহা সুস্থ হইয়া যাইবে।

৯২। বাঁজার গর্ভ হওয়া

কাল ধুতরার শিকড় শুকাইয়া উহার ।০ আনা পরিমাণ গুড়া ছাগলের দুধ মিশ্রিত সহ বাঁজা স্ত্রীলোককে ২১ দিবস খাওয়াইলে খোদার ফজলে গর্ভ হইবে।

৯৩। উই নিবারণ

শ্বেত করবি পাতার যোশ করা পানি ছড়াইয়া দিলে শুকনো ধনিয়ার ধুয়া দিলে উহা নিবারণের একটি মহৌষধ হইবে।

৯৪। পুজাল ও শুকনা খুজুলীর ঔষধ

গোরা মাটি ।০ আনা, গন্ধক ।০ আনা ও সোহাগা ।০ আনা সমস্তকে পিষিয়া ২ তোলা মাখনসহ মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ গরম করিয়া মালিশ করার পর কিছুক্ষণরৌদ্রের তাপে থাকিয়া গরম পানি দ্বারা গোছল করিবে, অথবা গা ধুইবে।

৯৫। বিষ নষ্ট করা

১। দারমোছ, আফিং, বড় মিটা কিম্বা অন্য প্রকারের বিষ খাইলে তখন তিন তোলা আদার রসের সহিত চারি আনা হিং মিশাইয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

২। আধপোয়া আন্দাজ কলমীশাকের ডাঁটা ও পাতার রস খাওয়াইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উপকার দর্শিবে। যে কোন প্রকারে রোগীকে বমি করান

দরকার, পরে এক ছটাক খাঁটি সরিষার তৈল খাওয়াইবে, কিন্তু আফিং খাইে সরিষার তৈল খাওয়াইবে না, এইরূপ রোগীকে ৪/৫ ঘণ্টা শুইতে দিবে না।

৯৬। তলপেটের ধাতের বেদনা

(১) পেয়াজ বাটিয়া উহার সহিত সম ওজন দানা গুড়া মিশ্রিত করিয়া খাইলে আরোগ্য হয়।

(২) শিমুলের মূলের ছাল রাত্রেরর ভিজাইয়া সকালে কোন কাঠি দ্বারা ঘাটিয়া গাঢ় হইলে, ইক্ষু -চিনিসহ এক ছটাক শশার পাতার রস মিশাইয়া সেবন করিবে।

৯৭। ক্রিমি বেদনা

১। এক ছটাক নারিকেলের দুধ, এক ছটাক ক্যাষ্টা-অয়েল (রেড়ির তৈল) ও সম্ভব হইলে উহার সহিত এক ছটাক শশার পাতার রস মিশাইয়া সেবন করিবে।

৯৮। সর্ব্বপ্রকার বেদনা

জাতফল দুই আনা, কমলার বাকল দুই আনা, সন্ধব লবণ দুই আনা, আদার রসের ভাবনা করিয়
.1 ২ রতি পরিমাণ বটি করিবে। অনুপাণ আদা ও পানের রস।

৯৯। বাত

তার্পিণ তৈল আধ পোয়া, রসুন আড়াই তোলা, লঙ্কা পাঁচ তোলা, সরিষার তৈল আধ সের, মেটে তিল এক ছটাক, কর্পূর আধ তোলা লইয়া সর্ব্ব প্রথমে সরিষার তৈল লঙ্কা ও রসুন খুব অল্প আচে ভাজিয়া লইবে। উহা শীতল হইলে, ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে কর্পূর, তার্পিন তৈল ও মেটে তিল মিশ্রিত করিবে। বাত ও বেদনাযুক্ত স্থানে উত্তমরূপে মালিশ করিয়া তৎপরে অল্প পরিমাণ আগুনের সেক দিবে। দাস্ত পরিস্কার না থাকিলে জোলাপ লওয়া আবশ্যক। রাত্রিকালে ভাত না খাইয়া লুচি ও রুটি খাইবে।

১০০। উন্মাদ

শ্বেত ধুতরার শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া গুড় ও ঘৃতের সহিত পান করাইলে উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়।

২। সাতটা জবাফুল এক পোয়া মিশ্রিসহ একটি পানিপূর্ণ বোতলে পুরিয়া ২৪ ঘন্টা পুকুরের কর্দ্দমে পুতিয়া রাখিয়া প্রত্যহ সকালে সেবন করাইবে, ইহা কিছু দিবস করিবে।

৩। কাঁচা কদুর দানার রস ও তিলের তৈল সমান ওজনে মিশাইয়া জ্বাল দিতে থকিবে, রস চুসিয়া গেলে নামাইয়া বোতলে রাখিবে, সকালে কিম্বা রাত্রে মস্তকে ব্যবহার করিলে, সকল প্রকার উন্মাদ বায়ু, মাথা ঘোরা ভাল হয়।

১০১। অম্লপিত্ত

ধনে, শুঠ, নিমছাল, গুলঞ্চ ও পটলের পাতা প্রত্যেকটির অর্দ্ধ তোলা হিসাবে লইয়া আধ সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া উক্ত কাথ পান করিলে অম্ল পিত্ত আররোগ্য হয়।

১০২। পিত্তশূল

প্রথমতঃ প্রাতে কাঁচা হরিদ্রা ও আখের গুড় কিছু শীতল পানি সহ এবং মধ্যাহ্নে কলমীর ডগার রস আধ পোয়া ২ তোলা চিনিসহ সেব্য। দুই সপ্তাহ অন্তে বকরীর দুধ আধ সের, ছাতিয়ান ছালের রস আধ পোয়া ও গোলমরিচ ২৫টি বাটিয়া সমস্ত ৩ ভাগের ২ ভাগ রাখিয়া ১ ভাগ ফেলিয়া দিবে ঐ অংশ একবার আহারের পূর্ব্বে খাইবে।

১০৩। গ্রহণী

নাগেশ্বর, তেজপাতা ছোট এলাচি চূর্ণ ও দারুচিনি প্রত্যেকটি চারি তোলা, বংশ লোচন ২ তোলা, কচি ডালিমের খোসা চূর্ণ ৬৪ তোলা, গোল মরিচ, শুট, পিপুল, যমানি, জীরা, ধনিয়া, পিপুল মূল চূর্ণ প্রত্যেকটি আট তোলা, চিনি ৬৪ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রত্যহ পাঁচ আনা মাত্রায় সেবন করিবে, ইহাতে দুঃসাধ্য গ্রহনী রোগ আরোগ্য হয়।

১০৪। গণোরিয়া (ছুজাক)

শ্বেত-জবা ও স্থল পদ্মের কুঁড়ি প্রত্যেকটি এক তোলা পরিমাণে লইয়া

এক ছটাক পানিতে উত্তম রূপে চটকাইয়া রাত্রে শিশিতে রাখিয়া দিবে। পর দিবস সকালে ঐ পানিটুকু ছাকিয়া চিনির সহিত পান করিবে

১০৫। প্লিহী

হিং, হীরাকস, মোসাব্বর ও খোসাছাড়ান রসুন প্রত্যেকটি ২ তোলা হিসাবে লইয়া একত্রে বেশ করিয়া পিষিয়া এক আনা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক এক বটীকা খাওয়াইবে।

১০৬। প্রদর

১। একটি কাঁটানটের শিকড় ও তিনটি গোলমরিচ একত্রে বাটিয়া খাইলে শ্বেত প্রদর ভাল হয়।

২। আপাং এর শিকড় বাটিয়া সেবন করিলে রক্ত প্রদর ভাল হয়।

(মন্তব্য) নিম্নরূপ তিন শর্ত্ত পাওয়া গেলে হারাম ঔষধ ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, নচেৎ না।

১। সেই ব্যায়রামের যদি অন্য ঔষধ না থাকে।

২। সেই ঔষধ বহু লোক আরোগ্য হওয়া পরীক্ষিত হইয়াছে।

৩। একজন মুসলমান হাকিম উক্ত কথায় সাক্ষ্য দেন।

সমাপ্ত